শ্রী গুরু প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

এক নিত্য বন্ধন

ইসকনে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় ৫০টি মহিমান্বিত বছর!

১৯৬৮-২০১৮

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র জপ

"আমার সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, তিনি ২৬ বছর ধরে ১৬ মালা জপ করছেন। তিনি বলেছিলেন, এটি তাকে কোনরূপ স্বাদ অনুভূতি দিতে পারেনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী ছিলেন কিনা। তিনি উত্তর করেছিলেন- 'না'। আমি এটি আপনার উদ্দেশ্যে লিখছি...

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ॥

আমি বলেছিলাম, প্রত্যেক মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের পূর্বে এটি উচ্চারণ করতে। তারপর প্রায় দু'মাস পর ফিরেছিলাম এবং এই ব্যক্তিটি এসে আমার পায়ে পড়ে বলেছিলেন, "আপনি কি মন্ত্র দিলেন গুরুদেব!" ওঃ আমি এখন হরেকৃষ্ণ জপে এত আনন্দ পাচ্ছি!... তাই বেশি বেশি পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র জপ করার চেষ্টা করুন। এতে আপনি অধিক স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন।"

— প্রবচন শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ,
১৯ জানুয়ারী ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ, অস্ট্রেলিয়া

শ্রী গুরু প্রসঙ্গ

এক নিত্য বন্ধন

চতুর্থ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সূচীপত্র

৩ সাফারি প্যাণ্ডালে প্রবচন

৫ স্নানযাত্রার মহিমা

৬ পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী

৭ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাঙ্গাত্মক দণ্ড

১১ শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজার শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৪ পত্রোপদেশ

১৫ গুরুমহারাজের ব্যাসপূজা

১৮ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর

১৯ পুরুষোত্তম মাসের উপকারিতা

২১ ভালবাসো কৃষ্ণেরে, কভু যেও না ছেড়ে

২৫ বৃন্দাবনে ভজন

২৭ গৃহস্থ আশ্রমে

২৮ "ভক্ত জে" রূপে গুরুমহারাজ

৩০ প্রতি নগরাদি-গ্রামে

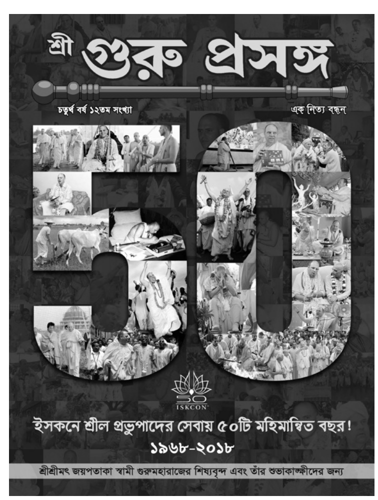

শ্রীল প্রভুপাদের ইসকনের সেবায় শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের ৫০টি মহিমান্বিত বছর ১৯৬৮-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

ISKCON

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

বঙ্গানুবাদ : তপ অদ্বৈত দাস

সম্পাদনা : সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ইংরেজি সম্পাদনা : শ্রবণ কীর্তন দাস

রূপায়ন : ঈশ্বর বিশ্বম্ভর দাস / শ্যাম রসিক দাস

মুদ্রণ : নন্দলালা কিশোর দাস

প্রকাশক : শ্যাম রসিক দাস **(জে. পি. এস. আর্কাইভস)**

সাফারি প্যাণ্ডালে লীলা স্থানের মহিমা কীর্তন

সাফারি ভ্রমণ হলো পারমার্থিক সুখ

৬ই এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারতবর্ষ

আমরা তিরুপতির পবিত্র স্থানে আছি। এটি ভগবানের এক লীলা ভূমি। পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত এটি হলো একটি পারমার্থিক জগৎ। এই বিশ্বের মধ্যে এর মতো খুব কম স্থান আছে। এই স্থানে শ্রীনিবাস গোবিন্দ বিরাজ করেন; তিনি জানতেন যে এটি তাঁর শাশ্বত (নিত্য) স্থান। আর এখানেই তাঁর অতি আকর্ষণীয় লীলা সম্পাদিত হয়েছিল। এখানেই তাঁর সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ হয়েছিল, যিনি ছিলেন রামায়ণের 'বেদবতী'। তিনি লক্ষ্মী দেবীকেও এখানে দেখতে পেলেন; যিনি একজন মহিলা ভাগ্য-বক্তা (গণক) বেশে এলেন এবং পণের টাকা শোধ করার উদ্দেশ্যে দেবতাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। আমরা এখনও তাঁর ঋণ শোধ করে চলেছি। কিন্তু ভক্তরা এই সেবা সম্পাদন করে অত্যন্ত খুশী হন।

প্রত্যেক কলিযুগে ভগবান ছন্ন অবতার রূপে আসেন। এই কলিযুগে, ভগবান এসেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এবং তাঁর লীলায় তিনি হরিনাম সংকীর্তন বিতরণ করেছেন। তিনি শ্রীনিবাস গোবিন্দ রূপ পরিগ্রহ করে তিরুমালাতেও আগমন করেছিলেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করবার জন্য এই লীলা সম্পাদন করেছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষকে আদেশ করেছিলেন যে, সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করে সুখী হয়ে অন্যদের সুখী করে তোলা উচিত।

অতএব আমাদের দুটি কাজ করতে হবে: (১) নিজে সুখী হতে হবে এবং (২) অন্যকেও সুখী করে তুলতে হবে। আমরা চীন দেশের ভক্তদের কীর্তন করতে দেখে খুশি হচ্ছি। তারা আপনাদের জন্য কীর্তন করে খুশি হচ্ছেন, কিন্তু তারা জানতে চান যে আপনারাও খুশি হয়েছেন কি না। আপনারা যদি খুশি হয়ে

থাকেন তা হলে বলুন, গৌরাঙ্গ! (ভক্তরা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, গৌরাঙ্গ!) আমি জানি এখানে কিছু সুখী মানুষ রয়েছেন।

তিরুপতির এই স্থানটি পারমার্থিক সুখের কেন্দ্রস্থল হওয়া উচিত। কিন্তু পবিত্র স্থানে বসবাস করার বিষয়ে এখানে একটি প্রবাদ আছে। লোকে বলে, "যারা রেল ষ্টেশনের পাশে থাকে তারাই বেশি ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হয়।" যারা রেল ষ্টেশনের নিকটে থাকে তারা মনে করে, "ওঃ, আমি তো ট্রেন পাবই। ষ্টেশন তো আমার খুব কাছেই আছে।" কিন্তু তারাই একের পর এক ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হয়। ঠিক তেমনই, এমন কোন ব্যক্তি যে তিরুপতিতে থাকে, সে ভাবতে পারে, "ওঃ, বালাজী তো আমার পাশেই আছেন।" কিন্তু তারা তাঁর দর্শনে যায় না। প্রবাদ আছে যে, "যারা গঙ্গার তীরে বসবাস করে তারা গঙ্গায় কম স্নান করে আর যারা দূরে বাস করে তারা প্রায়ই গঙ্গা স্নানে আসে। কিছু মানুষ পবিত্র স্থানে থাকার সুবিধা গ্রহণ করতে অবহেলা করতে পারে কিন্তু একটি পবিত্র স্থানে অবস্থান করলে কোন ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ১০০ গুণ বা ১০০০ গুণ বেশি সুবিধা লাভ করতে পারে। সেই কারণেই আমরা সকলকে প্রতিদিন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাতে সাহায্য করছি: *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।*

এই পবিত্র স্থানে থাকার লাভ গ্রহণ করুন; প্রতিদিন একটি করে মন্দির পরিদর্শন করুন। যখনই সম্ভব হবে প্রতিদিন একবার করে বালাজীকে দর্শন করবেন এবং হরেকৃষ্ণ কীর্তন করবেন। বৃন্দাবনে সবাই রাধে রাধে বলেন। মায়াপুরে সকলেই নিতাই-গৌর বলেন। আর এখানে সবাই গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! বলেন।

আমরা খুবই কৃতজ্ঞ যে, এই সাফারি দলটি আমাদের মেনে নিয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন পবিত্র স্থান পরিদর্শন করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও নাটক উপস্থাপন করেছেন এবং হরেকৃষ্ণ কীর্তন করেছেন। আমার এখনও তাদের কিছু নৃত্যের কথা মনে আছে। আমি মনে করি এই সাফারি দলটি যেখানেই গেছে সেখানকার মানুষের মনে এক গভীর ছাপ ফেলেছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির থেকে আসা মানুষদের একসঙ্গে কাজ করতে দেখতে ভাল লাগে: উত্তর আমেরিকার মানুষরা দক্ষিণ আমেরিকার মানুষদের সাথে কাজ করছেন, পশ্চিমী ইউরোপীয়রা রাশিয়ানদের সাথে কাজ করছেন, এবং চীনাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরা কাজ করছেন, এবং আরও কত কিছু। তারা সকলেই ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করছেন।

যদি এই সাফারি এখানে তিন দিন থাকে, তাহলে তারা কখনোই এই স্থান ছেড়ে যেতে চাইবে না। আপনারা এমন নতুন গেঞ্জি পরতে পারেন যার মধ্যে লেখা থাকবে, "তিরুপতি আমার হৃদয় হরণ করেছে।" যাইহোক, আমরা এক ধাম থেকে অন্য ধামের দিকে যাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল হচ্ছে শ্রীধাম মায়াপুর। হরি হরি বোল! আমি আশা করি তিরুমালা তিরুপতি ধামবাসীগণ কখনও শ্রীধাম মায়াপুরে আমাদের পরিদর্শন করতে আসবেন। এই মুহূর্তে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই সাফারির অগ্রদূত ছিলেন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে এটি শুরু করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব থেকে তাঁর শিষ্যদের হায়দ্রাবাদে নিয়ে আসেন, সেখানে তাঁকে কিছু জমি দান করা হয়েছিল। সেই জমিটি রেল ষ্টেশন সড়কের ওপর অবস্থিত, 'জি.পি.ও' থেকে দুটি ব্লকের পরে। এটি শহরের একটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সেই সাফারিতে, আমরা গুন্টুরের মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলাম, তারপর আমরা তামিলনাড়ু ও কেরালায় গিয়েছিলাম। আমরা মাদুরাইতেও একটি মন্দির উদ্বোধন করেছিলাম, এবং একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছিল 'হরেকৃষ্ণ রোড'। এইভাবে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছিল, আর এখানে আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিরুপতিতে রয়েছি, কারণ আমরা এই স্থান ত্যাগ করতে চাই না। কি আর করার আছে? আমাদের কর্তব্যগুলি আমাদের আহ্বান করছে কিন্তু আমরা সদাই মনে রাখব একটি নাম, তা হলো, গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। হরেকৃষ্ণ!

আমরা ঈর্ষার ধারে কাছেও যেতে চাই না

"আমি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া অনুমোদন করি না এবং একজন ভক্তের তা-ই হওয়া উচিত। কারণ, নির্মৎসর বা হিংসামুক্ত হওয়া ভক্তের একটি অন্যতম গুণ। আমরা হিংসামুক্ত থাকতে চাই এবং আমাদের ভক্তির প্রগতি সাধন করতে চাই। ঈর্ষার ধারে কাছেও আমরা যেতে চাই না।"

— প্রবচন ১৩ই জানুয়ারী ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ, অস্ট্রেলিয়া

প্রচুর সেবার সুযোগ

শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার মহিমা

ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা খুবই খুশি যে আপনাদের অনেকেই আজ এই স্নানযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রীবিগ্রহগণকে অবতার রূপে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা 'অর্চা অবতার' নামে অভিহিত। এটি হলো ভগবানের আরাধ্য বিগ্রহ, যাঁরা চিন্ময় জগৎ থেকে অবতরণ করেছেন। এই প্রতিটি শ্রীবিগ্রহের কিছু স্বতন্ত্র লীলা রয়েছে। সেইহেতু তাঁরা 'লীলা বৈচিত্র' নামে অভিহিত হন, অর্থাৎ এই শ্রীবিগ্রহগণ বিভিন্ন লীলা সম্পাদন করেন। শ্রীবিগ্রহগণকে সদস্যদের, ভক্ত মণ্ডলীর ও দর্শনার্থীদের দ্বারা স্নান করানো হয়। এটি হলো নববিধা ভক্তিযোগের মধ্যে একটি যোগ: (১) ভগবৎ কথা শ্রবণ করা, (২) ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা, (৩) ভগবানকে স্মরণ করা, (৪) ভগবানের বন্দনা করা, (৫) ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করা, (৬) ভগবানের দাস রূপে সেবা করা, (৭) ভগবানের পূজা করা, (৮) ভগবানের সহিত সখ্যতা করা, (৯) ভগবানের প্রতি আত্ম নিবেদন করা।

অতএব ভক্তিযোগের এই নববিধ পন্থা হলো ভক্তিযোগে অগ্রগতির জন্য। এই পন্থাগুলি কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করে দেয়। আমরা দেখলাম যে, শ্রীবিগ্রহগণকে তৈল ও পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গাঢ় সিরা) দ্বারা স্নান করান হলো। কখনও বা ভগবানকে পঞ্চগব্য দ্বারা অর্থাৎ যা গাভী থেকে উদ্ভুত হয় যেমন: দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গো-মূত্র দ্বারা স্নান করান হয়। এছাড়াও এমনকি গোবর এবং গো-মূত্র খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু। গোমূত্র দ্বারা বহু প্রকার রোগের নিরাময় হয় এবং গোবর হলো জীবাণুনাশক। আমরা এটিও দেখি যে ভক্তরা বহুবিধ উপাচারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে স্নান করান, তার সঙ্গে তারা ফলের রস এবং মশলা যুক্ত করে থাকেন।

ভগবানের সেবা করার জন্য এটি আমাদের সকলের একটি চমৎকার সুযোগ, আর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকে তাঁর কৃপা প্রদান করেছেন, যাতে আমরা তাঁর সেবা করতে পারি, তাঁর স্মরণ করতে পারি, তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করতে পারি, এবং তাঁর মহিমা শ্রবণ করতে পারি। সাধারণত শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই ভগবানের এই ঘনিষ্ঠ সেবায় প্রবেশ করতে পারেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরমেশ্বর ভগবানের দার্শনিক তথ্য হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এটি এমন নয় যে কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবেন, পক্ষান্তরে তাদের সাথে সাথে মহিলাগণ, বৈশ্য ও শূদ্ররাও তা লাভ করতে পারবে। এমনকি পাপীরাও কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারে! হরেকৃষ্ণ!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যখন এই ধরাধামে বিরাজ করেছিলেন, কিছু কিছু মানুষ ছিল যারা তাঁর উপস্থিতির সুবিধা গ্রহণ করে ভগবৎ ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন, "আমি ভক্ত রূপে আবির্ভূত হব, এবং আমি সকলের কাছে সুলভ হব। আমি আমার দৃষ্টান্ত দিয়ে

সকলকে শিক্ষা প্রদান করব। শ্রীল প্রভুপাদ একজন শিক্ষকের উদাহরণ দিতেন, যিনি খড়ি দিয়ে কালো বোর্ডের ওপর লিখতেন এবং ছাত্রদের শিক্ষা দান করতেন। অনুরূপভাবে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের ভক্তরূপে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা দিলেন কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা করতে হয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণকেই পূজা করছেন। এটিই হলো ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান অবতরণের মূল কারণ। একবার ভগবান স্নান করতে করতে তাঁর সর্দি-জ্বর হয়ে যায়। ১৫ দিনের জন্য তাঁর দর্শন বন্ধ ছিল। তখন আপনারাও তাঁর দর্শন পাবেন না। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন শ্রীশ্রীজগন্নাথের দর্শন না পেয়ে অত্যন্ত বিপ্রলম্ভ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি সেই বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে এগার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দর্শনের জন্য ধাবিত হলেন, যে মন্দিরটি 'আলালনাথ' মন্দির নামে অভিহিত।

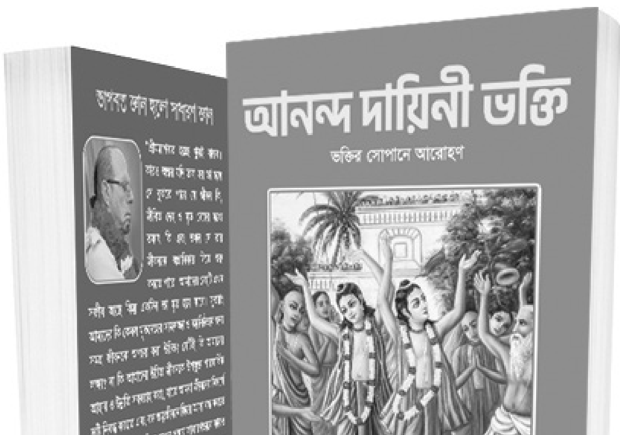

জে.পি.এস পাবলিকেশনস্

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয় তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,
পোঃ-শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭৪১৩১৩

+৯১৯৬৪৭৫০২৮৮৩

jayapatakaswamipublications@gmail.com

– আপনার মূল্যবান কপিটি আজই সংগ্রহ করুন

পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী তিথিতে

শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচনের উদ্ধৃতাংশ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ- হনলুলু, হাওয়াই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম শ্রীব্যাসদেবকে বললেন, "আমার পক্ষে একাদশী পালন করা খুবই কঠিন ব্যাপার; অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য বছরে একটি একাদশী পালনের অনুমোদন করুন। আমি কেবল বিশেষ একটি একাদশী পালন করতে পারি, আমি অনেক একাদশী পালন করার কথা হয়তো ভুলে যেতে পারি; আমার পক্ষে এতগুলি একাদশীর কথা মনে রাখা কঠিন।" তিনি বেশি একটা ব্রাহ্মণ ভাবে ছিলেন না; তিনি তমোগুণে বিরাজ করতেন। তবে নিশ্চিতভাবে তিনি ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত। অতএব তাঁকে বছরে কেবল একটি একাদশী (যেটি অবশ্যই খুব কঠোর) পালনের জন্য আশির্বচন দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষে মে মাসটি হলো খুবই গরম কাল এবং বছরের বাকি একাদশীগুলি পালনের পরিবর্তে তাঁকে এই মে মাসের একটি দিনের জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল, যেই দিনে তিনি জল পান করতে ও নিদ্রা যেতে পারবেন না। তাঁকে উপবাস থাকাকালীন জপের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে হয়েছিল, তার পাশাপাশি উপবাসে বাকি সমস্ত বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়েছিল। এই কঠোর শুষ্ক নিদ্রাবিহীন উপবাসটি নির্জলা একাদশী বা পাণ্ডব নির্জলা একাদশী নামে অভিহিত হয়েছে। ভীম বললেন, "এই একাদশীটি ১০০টি একাদশীর সমান" গোটা বছর ধরে অন্যান্য উপবাস পালন করতে হয়তো তিনি ভুলে যেতে পারেন বা বাদ যেতে পারে, তাই এই পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীটি তাঁর জন্য তৈরি হয়েছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যঙ্গাত্মক দণ্ড

– দাস রঘুনাথের দণ্ড, কৃপা অর্জন –

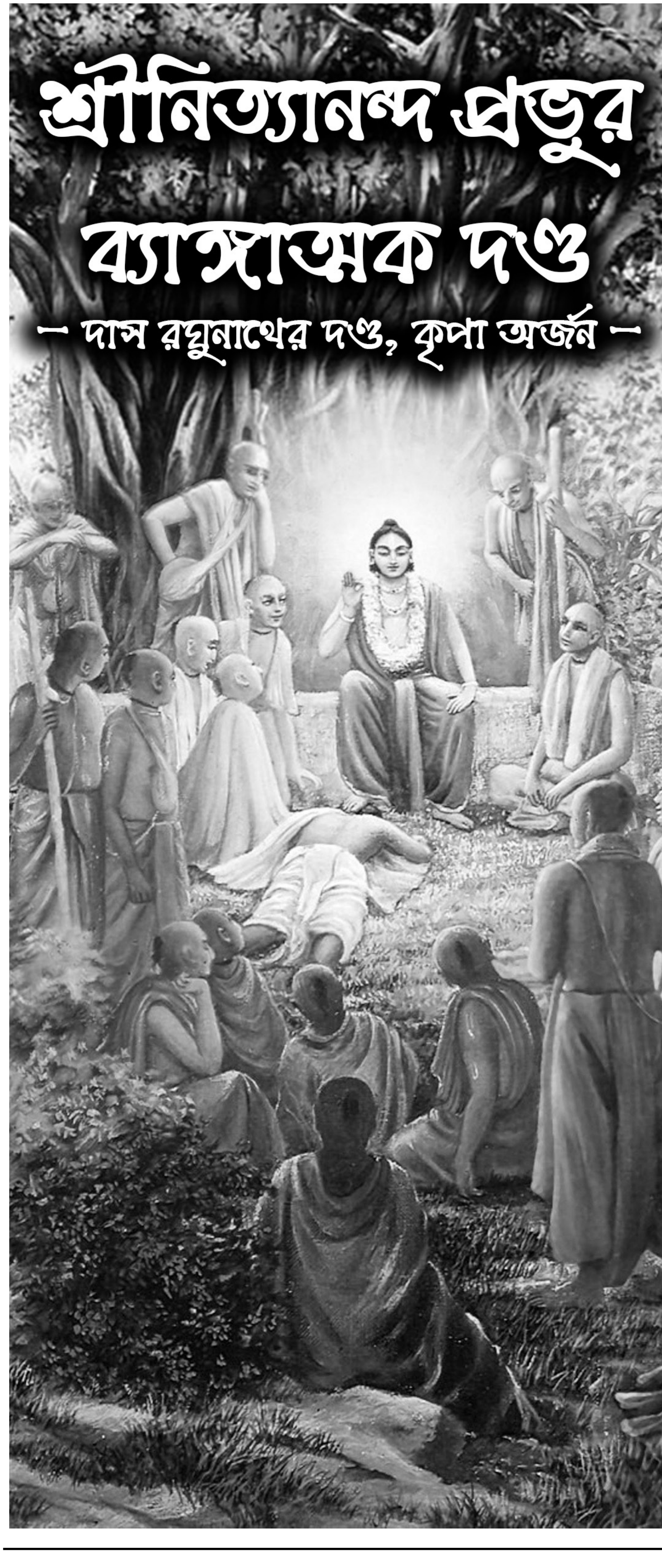

রবিবাসরীয় প্রীতিভোজ প্রবচন

২২শে জুন, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ নিউ পানিহাটি ধাম (অ্যাটলান্টা)

আজ সকালে, আমরা পানিহাটি উৎসব থেকে উত্থাপিত ইতিহাসটি পাঠ করছি যা আমরা আজ উদ্‌যাপন করতে চলেছি। অ্যাটলান্টার এই মন্দিরটি ভারতবর্ষের একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক স্থান পানিহাটি ধামের নামানুসারে এই মন্দিরটিও 'নিউ পানিহাটি টেম্পল' বা 'নব পানিহাটি মন্দির' নামে অভিহিত হয়েছে। সকালে আমরা ষড় গোস্বামীর মধ্যে একজনের বর্ণনা করেছিলাম যিনি বিশ্ববাসীর কাছে বৃন্দাবন ধামের মহিমা প্রকাশিত করেছিলেন।

পাঁচশত বছর পূর্বে শ্রীবৃন্দাবন ধামটি ছিল এক লুপ্তপ্রায় গ্রাম। লোকেরা আসলে জানত না যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত বাল্যলীলা কোন্ নির্দিষ্ট স্থানটিতে সম্পাদিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করলেন এবং তাঁর বরিষ্ঠ শিষ্যদিগকে দেখালেন যে কোথায় গোবর্ধন পর্বত, কোথায় রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, এবং কোথায় কোথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাভুমিগুলি রয়েছে। তিনি তাঁদের এই স্থানগুলি সম্পর্কে জগৎকে শিক্ষিত করার এবং তাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। সেই সকল শিষ্য যাঁদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁরা ষড় গোস্বামী বা ছয় মহান পারমার্থিক গুরু রূপে পরিচিত। ষড় গোস্বামীর মধ্যে একজন পারমার্থিক গুরু হচ্ছেন এই দাস রঘুনাথ। তিনি খুব নম্র এবং বিদ্বানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু যুবা বয়সে তিনি ছিলেন এক ধনাঢ্য জমিদারের পুত্র। তখনকার দিনে, অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে, এই জমিদার রাজস্ব (কর) সংগ্রহ করতেন এবং সম্রাটকে দিতেন, তার বিনিময়ে তিনি বরাত (কমিশন) পেতেন। এটি প্রকাশ হয় যে তিনি বছরে ৮০০০,০০০ (২৫০ মিলিয়ান) স্বর্ণ মুদ্রা আয় করতেন। আজকের মূল্য সাপেক্ষে তৎকালীন স্বর্ণ মুদ্রার আরো বেশি মূল্য ছিল। এইভাবে দাস রঘুনাথ অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি তাঁর অন্যান্য কর্তব্য সাধনের পর, প্রত্যক্ষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে সহযোগিতা করার একটি গভীর প্রবণতা অনুভব করেন। তিনি এক অত্যন্ত সফল জমিদার ছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি সেই সম্পদ পিছনে ফেলে দিতে চাইলেন, এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাইলেন। সেই জন্য

তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "আমি তোমাকে দণ্ড দেব, তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ। তোমার দণ্ড হলো: "তোমাকে আজ আমার সকল পারিষদবর্গকে চিড়া, দধি, ও দুগ্ধ প্রভৃতির দ্বারা মহাভোজ দিতে হবে।" আর দেরি না করে তিনি স্থানীয় এলাকা থেকে দধি, দুগ্ধ, চিড়া,কিছু ফল ফলাদি যেমন- আম, কদুলি, কাঠাল ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করে আনলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল যেহেতু লোকেরা শুনেছে যে সেখানে এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই তারা সবকিছু ছেড়ে সেখানে ধাবিত হলো। ভারতবর্ষে কেউ যখন শুনবে যে কোথাও মহোৎসব হচ্ছে, তখন তারা সেখানে ধেয়ে যায়। প্রথমে সকল ব্রাহ্মণ ও সজ্জনরা এলেন। তারপর অধিক থেকে অধিকতর সাধারণ মানুষ আসতে লাগল। পরিশেষে অন্যান্য গ্রাম থেকে ব্যবসায়ীরাও পণ্য সামগ্রী যথা- দধি, দুগ্ধ, চিড়া প্রভৃতি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেখানে গেল। তারা তাদের মালপত্র বিক্রি করার পরে উৎসব উপভোগ করল। এইভাবে, মাত্র কয়েক ঘন্টার মধেই সেখানে শত সহস্র মানুষ জড়ো হয়েছিল! লোকেরা গঙ্গা নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ এই মহোৎসবটি একেবারে গঙ্গা নদীর তীরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে যখন গঙ্গার তীরে কোনও দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না, তখন কয়েকজন লোক হাঁটু জলে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ কেউ গোড়ালি ভেজা জলে, কেউ আবার হাঁটু পর্যন্ত জলে এবং অন্যরা এমনকি কোমর অবধি গঙ্গার জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। যাই হোক, দাস রঘুনাথের নিবেদিত বনভোজনের প্রসাদ পাওয়ার জন্য সকলেই এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল। আজ, আমরাও এখানে পানিহাটি উৎসব উদ্‌যাপন করছি। আমি মনে করি সকলেই চিড়া-দধি প্রসাদ আস্বাদন করেছেন। আমাদের অতিথি ও দর্শনার্থীদের মধ্যে কেউ যদি এমন থাকেন যিনি এখনও প্রসাদ আস্বাদন করেননি, তাকে এই বারান্দায় মহাভোজের জন্য স্বাগত জানাই।

পানিহাটি মহোৎসবের শেষে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একজন ব্রাহ্মণের গৃহে যেতে চাইলেন, তিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

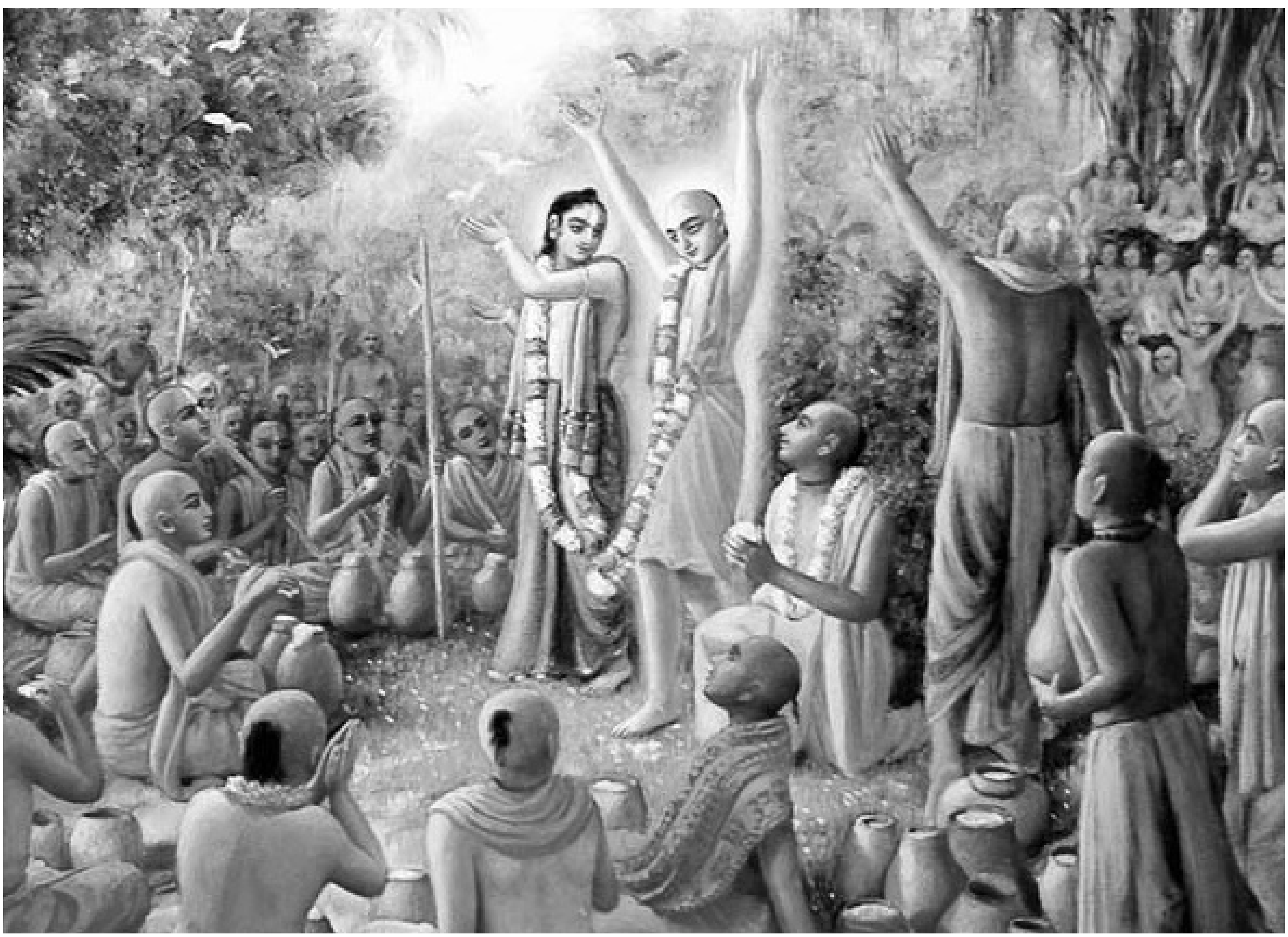

কিন্তু যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর গৃহে যাননি, তাই সেই ব্রাহ্মণ অভিযোগ করলেন, "আমি মধ্যাহ্ন ভোজন রন্ধন করেছিলাম কিন্তু আপনি আমার গৃহে আসেননি। আপনি এখানে বনভোজনের প্রসাদ পাচ্ছেন। তা হলে আমার রন্ধন করা প্রসাদের কি গতি হবে? তা ইতিমধ্যেই ভোগ নিবেদন করা হয়ে গেছে।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "বেশ, আপনি অন্যদের তা ভোজন করাতে পারেন। আমি রাত্রে আপনার গৃহে যাব, তখন প্রসাদ পাব। আজ আমি কৃষ্ণ ও অন্যান্য রাখাল বালকের সাথে রাখালের মতো করে আনন্দ উপভোগ করছি। আজ যেহেতু আমরা এই নদীর তীরে বৃক্ষের ছায়ায় বসে বনভোজন করেছি তাই আজ আমি আর মধ্যাহ্ন ভোজন করব না। আমি আপনার ওখানে রাত্রে যাব এবং প্রসাদ পাব।"

পরিশেষে বনভোজন সমাপ্ত হলো এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সংকীর্তনে মত্ত হলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বিকাল বেলায় তাঁকে কিছু হালকা খাবার নিবেদন করা হলো অতএব এইভাবে, দাস রঘুনাথ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হলেন এবং তার পরে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করলেন। যেভাবেই হোক শীঘ্রই অথবা বিলম্বে (অবশ্যই শীঘ্র হলেই ভাল) আমাদের সকলের ভগবৎ চেতনা বৃদ্ধি করা উচিত। সেটিই হলো মানব জীবনে উদ্দেশ্য। মানব জীবন মানেই হলো উৎসবে থাকা। আর সেই উৎসবের মধ্যেই আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বা ভগবানের চিন্তা করা উচিত, এবং তাই আমাদের চেতনার বিকাশ করতে হবে আর ভক্তসঙ্গ করে ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে নৃত্য ও কীর্তনের দ্বারা পারমার্থিক সুখ বৃদ্ধি করতে হবে।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধর্মের এমন এক পন্থা আমাদের প্রদান করেছেন যে, তা অত্যন্ত পারমার্থিক সুখ সমৃদ্ধ, যার কারণে এমনকি মোটর গাড়ি চালিয়ে যাওয়া মানুষরাও পর্যন্ত (গাড়ি থামানোর কোন অভিপ্রায় নেই) তাদের গাড়ি না থামিয়ে পারে না, তারা আমাদের দেখতে থাকে এমনকি কখনও কখনও তারা আমাদের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দেয়, তারা চিন্তা করে, "এই মানুষগুলোর কাছে কোন পানীয়, কোন মাদক দ্রব্য, কোন সুরাপান করার সুযোগ নেই, তারা কেবল ভগবানের নাম কীর্তন করছেন, তবুও তাঁরা কিভাবে এত খুশি? আর দিব্য মহাপ্রসাদ গ্রহণের ফলে সকলেই পরম তৃপ্তি অনুভব করে।"

অতএব ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত এই পন্থা যা বেদেও বর্ণীত রয়েছে, তার নাম হলো সংকীর্তন। এটি এতই বাস্তব যে, যেকোন কেউই অর্থাৎ এমনকি শিশুরাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন হয় তারাই কেবল এই গভীর তত্ত্ব দর্শনের মধ্যে ডুব দিতে পারে এবং তখন তারা প্রশ্ন করে, "আমরা কে? আত্মা কি? দেহ ও আত্মার মধ্যে তফাৎ কি? জড় জগৎ কি? কিভাবে তা সৃষ্টি হলো? কিভাবে তা টিকে রয়েছে? জড় জগতের ঊর্ধ্বে কি রয়েছে? মৃত্যুর অন্তরালে কি আছে? কর্ম কি? পুনর্জন্ম কি? মৃত্যুর পরে জীবনের অর্থ কি? ভগবৎ প্রেম কি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বেদে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কোন ভাবাবেগ প্রক্রিয়া নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থায় অনেক মহান পণ্ডিত ও মহান সন্ন্যাসীকেও পরাস্ত করেছিলেন। তারা তাঁকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পথে পথে নৃত্য গীত করার জন্য নিন্দা করেছিলেন, তাদের মতে এটি হলো সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুচিত। বাস্তবে আজ আমরা দেখি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় তিনি সকল বর্ণের সকল জাতির মানুষকে এমনকি শূদ্র বা মুসলমান, বা ব্রাহ্মণ নির্বিশেষে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভগবানের কাছে সকলেই সমান। সকলেরই তাঁর সেবা করার ও দিব্য নাম কীর্তন করার অধিকার আছে। সামাজিক লেনদেনের কিছু পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু ভগবানের পূজা করার ক্ষেত্রে সকলেরই তাঁর নাম কীর্তন করার অধিকার রয়েছে; তাতে কোন প্রকারের বিধি নিষেধ নেই। এইভাবে, তিনি মানুষকে উৎকৃষ্ট স্তরে আনয়ন করে বৈষ্ণবে পরিণত করেছেন। তিনি এইভাবে তাদের উত্থাপিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এভাবেই আসলে বিশ্বের সকলের মধ্যে একতা থাকতে পারে; সেটি হলো যে, সব মানুষের মধ্যে বাস্তব সমতা আনা সম্ভব। তা কিন্তু তাদের কিছু কৃত্রিম রঙের দ্বারা রঙিন করা নয়, পক্ষান্তরে আসলে একটি সাধারণ স্তরে তাদের উত্থাপিত করার দ্বারা তা করা সম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পতিত মানুষকে এক পারমার্থিক মঞ্চে উত্থাপিত করেছেন। এই পন্থাটি হলো অত্যন্ত সরল। আর এই উৎসবের মধ্যে নাট্যানুষ্ঠান, কীর্তন, প্রসাদ পাওয়া অত্যন্ত চমৎকার ব্যাপার। তাই এই দর্শনের অনুশীলন করায় কোন অসুবিধা নেই। মানুষ তাদের দেহকে মন্দিরে পরিণত করতে পারে। কোন ব্যক্তি কেবল হরেকৃষ্ণ জপ করার মাধ্যমে তার হৃদয়কে মন্দিরে পরিণত করতে পারে, সে যেখানেই থাকুন না কেন তাতে কোন অসুবিধা নেই, মোটর গাড়ি চালানোর সময়, বাসে অথবা বিমানে ভ্রমণের সময়, অথবা কোন প্রমোদ উদ্যানের ঘাসের ওপর বসে থাকার সময়, সে ভগবানের দিব্য নাম জপ করতে পারে। এই চিন্ময় কম্পনের উচ্চারণ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। নাম জপের মধ্যে কেবল তিনটি শব্দ আছে; হরে, কৃষ্ণ, ও রাম।

আমরা ভগবানকে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র: "*হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*" কীর্তনের মাধ্যমেই স্মরণ করতে পারি। অবশ্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন যে, ভগবানের অনন্ত নাম রয়েছে, আর তোমরা যে কোন একটি অনুমোদিত নাম জপ করতে পার। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কেবল ভগবানের একটি বা দুটি নাম জপ করতে পারব; আমরা যে কোন একটি অনুমোদিত নাম জপ করতে পারি। কিন্তু এই *কলিসন্তরণ উপনিষদে* এই কলিযুগের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে বিশেষ ভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, আর এটিই হলো এই নির্দিষ্ট যুগের জন্য বিশেষ ফলপ্রদ মন্ত্র। এই মহামন্ত্র অন্যান্য যুগেও কীর্তন করা যেতে পারে, তবে এই যুগের জন্য এই মহামন্ত্রটি হলো বিশেষ প্রলপ্রসু। তা হলো: *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। ইতি ষোড়শকং নাম্নাম্ কলি-কল্মষ-নাশনম্ নাতঃ পরতরোপায় সর্ব বেদেষু দৃশ্যতে।* এই ১৬ নাম আগের মন্ত্রকে গঠন করে, *নাশনম্* কলিযুগের সমস্ত কলুষতা বিনষ্ট করে। বর্তমান যুগটি কলিযুগ নামে অভিহিত। এই যুগে প্রচুর পরিমাণে সমস্যা রয়েছে। মানুষ আধ্যাত্মিক চেতনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তারা সব সময় আগ্রহী নয়। অনেক জায়গায়, তারা আরও জড়বাদী হয়ে উঠছে। কিন্তু এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে, তা কেবল পারমার্থিক অনুশীলনই হয় না পক্ষান্তরে তা যদি গান করা হয় অথবা অন্য কোন উপায়ে যদি এই মন্ত্র জপ করা হয়, তাতে কাঙ্ক্ষিত বাঞ্ছা পূরণ হয়ে যায়। *কলি-কল্মষ-নাশনম্* -এটি হৃদয় থেকে কলুষতা অপসারণ করে দেয়। আমরা এই মন্ত্র জপ করি কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা আমাদের প্রদান করেছেন।

সমস্ত বেদ জুড়ে এই সংকীর্তন প্রক্রিয়ার সুপারিশ করা হয়েছে, আর এটি সম্পাদন করা খুবই সহজ। এটি সে কোন স্থানে বসে, যে কোন সময়েই সম্পাদন করা যায়, আর তা করার জন্য কোন বিধি নেই *নাম্নাম্কারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ*। কোন ব্যক্তি কোন্ স্থানে বসে কোন্ সময় এই নাম জপ বা কীর্তন করতে পারবে তার কোনো বাঁধাধরা বিধি নিষেধ নেই; এমনকি কোন্ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি এই নাম জপ করা উচিত তারও কোন বিধি নেই। যে কোনও পরিস্থিতিতেই কোন ব্যক্তি এই নাম জপ করতে পারে।

তাই আসলে আমরা যা করার চেষ্টা করছি তা হলো, কিভাবে মানুষকে জপ করতে হবে তা শিখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে তারা স্বাধীন। তারা যেকোন স্থানেই জপ করতে পারে। বস্তুত, বেশীর ভাগ লোকই এমন লোকের প্রক্রিয়ববায় আছে যাকে মন্দিরের কাছে আসতে হয়, কারণ এটিই একমাত্র স্থান যেখানে আপনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। আমরা শিক্ষা দিচ্ছি কিভাবে একজন ব্যক্তি কৃষ্ণ বা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারে। তাহলে কেন মানুষ মন্দিরে আসে? আমরা চিন্তিত নই। যেহেতু কেউ কেউ মনে করে যে তারা এই ধরনের সুখ অনুভব করে, তারাও মন্দিরের কাছে আসতে পছন্দ করে এবং অন্যান্য ভক্তদের সাথে এক সঙ্গে কীর্তন করে, কারণ যখন কেউ ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করে তখন আনন্দ বেড়ে যায়। তাই এটি হলো সম্পূর্ণ ইতিবাচক। আমরা এই প্রক্রিয়া প্রদান সম্পর্কে লজ্জিত নই। যে কোন স্থানে বসেই তা কীর্তন করুন। আপনি যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, আপনি যদি দূরেও থাকেন, আপনি মন্দিরে আসতে পারবেন। যদি আপনি জপ করেন সেটি খুব সুন্দর হয়। আপনার গৃহটি একটি মন্দির করে গড়ে তুলুন। এটিই হলো আমাদের অনুষ্ঠান। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যেমনটি দাস রঘুনাথ করেছিলেন তেমন করে সকলের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। যার ফলে তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবে, তাঁর আশ্রয় লাভ করবে, যাতে এই জড় জাগতিক চেতনা সম্পন্ন জীবন যেন তাদের অন্তিম জীবন হয়। এভাবেই কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে পারে। এটি হলো বিশেষ আশীর্বচন, যা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রদান করেছেন। এই আশীর্বচন রঘুনাথ দাস আমাদের দান করেছেন। আমরা কেবল দাস রঘুনাথের প্রতিনিধিত্ব করছি, সকলের জন্য মহাভোজ অর্পনের চেষ্টা করছি। আর অন্য সবাই অংশগ্রহণকারীদের মহোৎসবে অংশগ্রহণের প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করছে। আমরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আবেদন করতে পারি তিনি যেন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম যুগল আমাদের মস্তকে স্থাপন করেন এবং আমাদের সেই একই আশির্বচন দেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে আবেদন করতে পারি যিনি এই নিউ পানিহাটি ধাম (অ্যাটলান্টা) শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে আনয়ন করেছেন, তিনি করুণা করে আমাদের বিষয়টি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে উপস্থাপন করবেন, ঠিক যেমন করে রাঘব পণ্ডিত মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভের জন্য দাস রঘুনাথের বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন। হরেকৃষ্ণ!

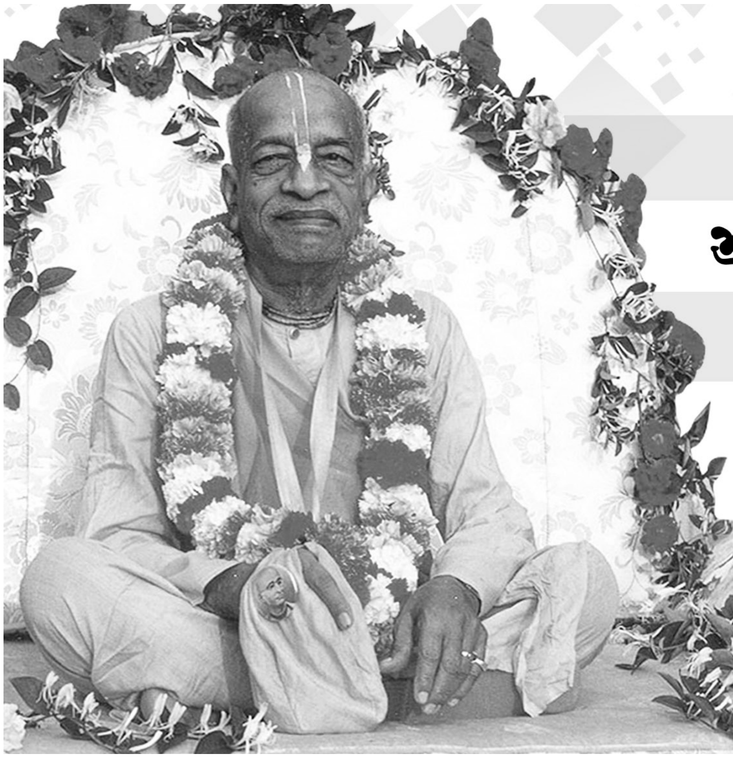

শ্রীল প্রভুপাদের

ব্যাসপূজা উপলক্ষে

শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে গুরুমহারাজ

২০০১

আমার পরমারাধ্য পারমার্থিক পিতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ঠাকুর, অনুগ্রহপূর্বক আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি গ্রহণ করুন। আপনার শ্রীপাদপদ্মের জয় হোক! আপনার জয় হোক!

হে আমার প্রাণাধিক পারমার্থিক গুরুদেব আপনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, একজন শিষ্যকে নিজের পারমার্থিক গুরুদেবের আদেশকে নিজের জীবনের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা উচিত। শিষ্যদের প্রতি আপনার পারমার্থিক গুরুদেবের চূড়ান্ত নির্দেশনা আমরা পাঠ করেছি এবং অধ্যয়ন করেছি। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখে এটি স্পষ্ট হয় যে, আপনি কতই না নিখুঁতভাবে তাঁর সমস্ত নির্দেশাবলী বহন করছেন। এটি আমাদের মহান অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

আপনার গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের (ইংরাজি অনুবাদ) শিষ্যদের প্রতি চূড়ান্ত লিখিত নির্দেশনাটি আপনি যে কিভাবে পূরণ করেছেন এবং তা করার জন্য আপনার উৎসর্গীকৃত একটি স্পষ্ট প্রশংসাপত্র, নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যদের প্রতি লিখিত নির্দেশাবলীর খসড়া নিম্নরূপ:

"অনুগ্রহপূর্বক যত শীঘ্র সম্ভব নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা শুরু করো। এই কার্যকলাপ কোন ব্যক্তিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করে। অনুগ্রহ করে পবিত্র শ্রীমায়াপুরের ধামের সেবা করার চেষ্টা করো এবং ধামের জন্য কিছু স্থায়ী উন্নয়ন সৃষ্টি করো। যত্নসহকারে লক্ষ্য রেখো যেন শ্রীমায়াপুরের ধনসম্পদ, সৌন্দর্য, খ্যাতি এবং সুদূর প্রভাব ও গৌরব যেন আরও প্রসারিত হয়। একটি ছাপাখানা স্থাপন করো এবং পারমার্থিক শাস্ত্র-গ্রন্থ বিতরণ করো। নামহট্ট প্রচার বিস্তার করো যাতে প্রত্যেকেই সুন্দর পদ্ধতিতে শ্রীধাম মায়াপুরের এই দিব্য পবিত্র আলয়ের সেবা করতে পারে। এটিই আমার আন্তরিক বাসনা। এই দায়িত্বগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করো।"

নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিকাশের নির্দেশাবলী:

এই নির্দেশটি অনুপ্রেরণার একটি উৎসে পরিণত হয়েছে। আপনি আমাদের সাথে করে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাতে নিয়ে গেছেন, এবং আমাদেরকে এর উন্নতি করতে বলেছেন। আপনার নির্দেশানুসারে আমরা ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সম্পাদন করে আসছি। বিগত সাত বা তারও বেশি বছর ধরে এই পরিক্রমায় হাজার হাজার ভক্তরা সব কটি (নয়টি) দ্বীপ পরিক্রমা করে আসছেন এবং তারা রাতে অস্থায়ী শিবিরে রাত্রিবাস করছেন। এই পরিক্রমা আমাদেরকে পবিত্র ধামের সন্নিকটে নিয়ে এসেছে। আপনার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা কিছু কিছু গুপ্ত তীর্থ ক্ষেত্র (অপ্রকাশিত পবিত্র স্থান) চিহ্নিত করা গেছে। ভবিষ্যতে, আপনার আশীর্বাদে, নিশ্চিতভাবে নবদ্বীপ

ধাম পরিক্রমার অবশ্যই আরও উন্নতি হবে। ভক্তিবেদান্ত স্বামী সমিতি অন্যান্য সমিতি ও 'সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমিতির' সদস্যরাও আপনার ও পূর্বতন আচার্যবর্গের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার উন্নয়নের জন্য সাহায্য করছেন।

শ্রীমাাপুর ধামের উন্নতিসাধন করার নির্দেশঃ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুর ধামের উন্নয়ন করার কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী কর্তৃক ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান আবিষ্কৃত হয়েছিল; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানের উন্নতিসাধন করেছিলেন এবং প্রথম মন্দির নির্মাণের জন্য প্রতি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করেছিলেন; সেই গৌরকিশোর দাস বাবাজী গভীরভাবে পবিত্র নবদ্বীপ-মায়াপুর ধামের প্রতি আত্মসমর্পিত ছিলেন। আপনার অন্তিম বর্ণনা এই ছিল যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে ধামের বিভিন্ন স্থানের ও যোগপীঠের অট্টালিকা (জন্মস্থান) এবং শ্রীচৈতন্য মঠের উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং তার সঙ্গে মন্দিরও গড়ে তুলেছিলেন।

আপনি আমাদের পরমারাধ্য পারমার্থিক গুরুদেব, আপনি বিনম্রভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আপনি মায়াপুর ধামকে সম্প্রসারিত করার জন্য আপনার পারমার্থিক গুরুদেব এবং পূর্ব আচার্যগণের সন্তুষ্টি বিধানের দিকে লক্ষ্য করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাই, শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমরা প্রচারের কার্যক্রমকে আরও উন্নয়ন করার প্রক্রিয়া চালচ্ছি এবং শ্রীমায়াপুর ধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি কর্ম-স্থান নির্মাণ করার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে আমরা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য অদ্ভুত একটি মন্দির নির্মাণ করতে চাই, যাতে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা সারা বিশ্বে বিস্তার করতে পারে।

কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থ প্রকাশ করার নির্দেশঃ

আপনি বিশ্বের বহু ভাষায় বহু সংখ্যক গ্রন্থ অনুবাদ এবং প্রকাশ করেছেন, এবং আপনার নির্দেশ ছিল বিশ্বব্যাপী সকল ভাষায় এই সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ যেন প্রকাশ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা সমৃদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থগুলি এইভাবে প্রকাশ করা উচিত।

শতাধিক ভাষায় প্রায় ৪৫ কোটি খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে এবং বিতরণ করা হয়েছে, আর শুধুমাত্র ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই ৩৫ লক্ষ গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি বিশ্বের অবশিষ্ট সমস্ত দেশে এবং বাকি ভাষাগুলিতে প্রকাশিত ও বিতরণ করার জন্য আমরা আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি।

নামহট্টের উন্নয়নের নির্দেশঃ

ছোট ছোট গোষ্ঠী এবং নামহট্ট দলের উন্নতির জন্য আপনার নির্দেশগুলি গোষ্ঠী প্রচারের জন্য আমাদের অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে, যাতে প্রত্যেকেই গৃহে থেকে সক্রিয়ভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে যুক্ত হতে এবং মায়াপুর ধামের সেবা করতে পারে। এখানে এই ভারতবর্ষে নামহট্ট দ্রুত বর্ধিত হচ্ছে। বাংলা, আসাম এবং উড়িষ্যায় আজ এক হাজার নামহট্ট-সংঘ এবং প্রায় পাঁচশত শ্রদ্ধাকুটির রয়েছে। অনুরূপভাবে, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় সব দেশগুলিতেই গোষ্ঠীপ্রচার চলছে এবং তারা সুন্দরভাবে বিকশিত হচ্ছে। আর এইভাবে নামহট্ট এবং ভক্তিবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করি যাতে আমরা আপনার এবং পূর্ববর্তী আচার্যবর্গের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নামহট্ট দলের প্রসার এবং প্রচার বৃদ্ধি করতে পারি।

জি.বি.সি-র অধীনে সহযোগীভাবে সেবা সম্পাদন করার নির্দেশঃ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুগামীদের একটি জি.বি.সি গঠণ করে তার অধীনে থেকে সংগঠিত এবং সমবেতভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় মঠের মধ্যে তা ঘটছে না, তবে ইসকনের প্রিয় প্রতিষ্ঠাতা আচার্য রূপে আপনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ইসকনে এই ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত করেছিলেন। আপনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইসকনে আপনি যা কিছু করেছেন তা ছিল আপনার পারমার্থিক গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত বিস্ময়কর এক উপহার। অতএব, আপনি আমাদের এক জি.বি.সি-র অধীনে থেকে সহযোগিতার এই নির্দেশ অনুসরণ করতে বলেছেন। ইসকনে আপনার নির্দেশাবলী পরিপূর্ণ করার জন্য এবং ইসকনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে 'গভর্ণিং বডি কমিশন'(জি.বি.সি) প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যদিও, আমাদের কাছে প্রায় একশত আধ্যাত্মিক গুরু আছেন, সকল আধ্যাত্মিক গুরু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, প্রচারক এবং অন্যান্য ভক্তরা সকলেই গভর্ণিং বডি কমিশনের সমন্বয়ে ও আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনার অধীনে সাধু, শাস্ত্র ও গুরু অনুযায়ী

সহযোগীভাবে কাজ করছেন। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন যেন আমরা ইসকনে সহযোগীভাবে কাজ চালিয়ে যেতে এবং গভর্নিং বডি কমিশন ধারার অধীনে কর্ম করার জন্য এই নির্দেশনাটি অনুসরণ করতে পারি।

আপনি স্বয়ং 'ভক্তিবেদান্ত চ্যারিটি ট্রাষ্ট'- প্রতিষ্ঠা করেছেন যার অনেক অভিপ্রায় রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারকে সুশৃঙ্খলবদ্ধভাবে একত্রিত করা। আপনার নির্দেশ পূরণ করতে, সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমিতি সংগঠিত হয়, এবং তারা কর্তব্য পালনে সক্রিয় রয়েছে। আমরা আপনার কাছে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি যেন ভবিষ্যতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছ থেকে ভবিষ্যতের সকল পরম্পরার শিষ্যবৃন্দ যাতে একসঙ্গে কর্ম করা শিখতে পারি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় একে অপরকে উৎসাহিত করতে পারি। আপনার অসাধারণ অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে আমরা আশাবাদী যে একদিন বৃহত্তর সারস্বত পরিবার থাকবে; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তাটি সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে এবং আরও সাফল্যের সঙ্গে প্রচারের উপযোগী হবে। এইভাবে, সমস্ত অপসম্প্রদায়ের প্রভাব নির্মূল হবে, পতিত আত্মাসকল তাদের কষ্ট এবং হতাশা থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত দিব্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে ত্রিভূবন প্লাবিত করতে পারবে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বেশির ভাগ পরম্পরাপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারী শ্রীমায়াপুর ধামে সন্ধ্যায় আপনার ব্যাস-পূজা দিবসে যুক্তভাবে শ্রদ্ধাজলি নিবেদন করছেন, এবং আপনার অভিলাষ অনুযায়ী একসঙ্গে কর্ম করার এটি একটি অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

আপনার শ্রীচরণকমলে আমি শত শত বার দন্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। আমি বলতে পারি না যে, আমি আপনার অতিপ্রিয় পারমার্থিক গুরুদেবের বাসনা পরিপূরণের সমস্ত কর্তব্যগুলি নিখুঁতভাবে লিখতে পেরেছি। আপনার প্রতি এই নির্দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা, যা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র আপনি এই নির্দেশটি পূরণ করেছেন। তাই আমি আপনার শিষ্য হতে পারার এবং কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে আসার সুযোগ পেয়ে আজ নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আপনি যা কিছু করেছেন তা আপনার পারমার্থিক গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণের নীতিমালা অনুযায়ী আপনার উৎসর্গীকরণের একটি জীবন্ত সাক্ষী। কৃপাপূর্বক এই সমস্ত বিষয়ে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য আমাকে আশীর্বাদ করুন।

আপনার অহৈতুকী কৃপার উপর চির নির্ভরশীল,

আপনার নগণ্য সেবক,

জয়পতাকা স্বামী

কর্মক্ষেত্র গঠন

"এই মানবরূপী দেহে আমরা নিজেদেরকে পথ দেখাতে পারি যে, আমরা কোন্ দিকে, পরবর্তী জীবনে কোন শরীর ধারণ করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে, আমরা জানি বা না জানি, আমরা এই মনুষ্যজীবনে যা করছি, তা-ই আমাদের ভবিষ্যৎ দেহ নির্দেশ করবে। এটিকে বলা হয় কর্মক্ষেত্র, যেখানে আমাদের কর্মগুলি গড়ে তোলে, তদনুসারে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন জন্ম এবং সেইরূপ প্রতিক্রিয়ায় কর্ম লাভ করব।"

— প্রবচন, শ্রীমদ্ভাগবত, এপ্রিল ২৭, ১৯৮৫, লস এঞ্জেলস, আমেরিকা

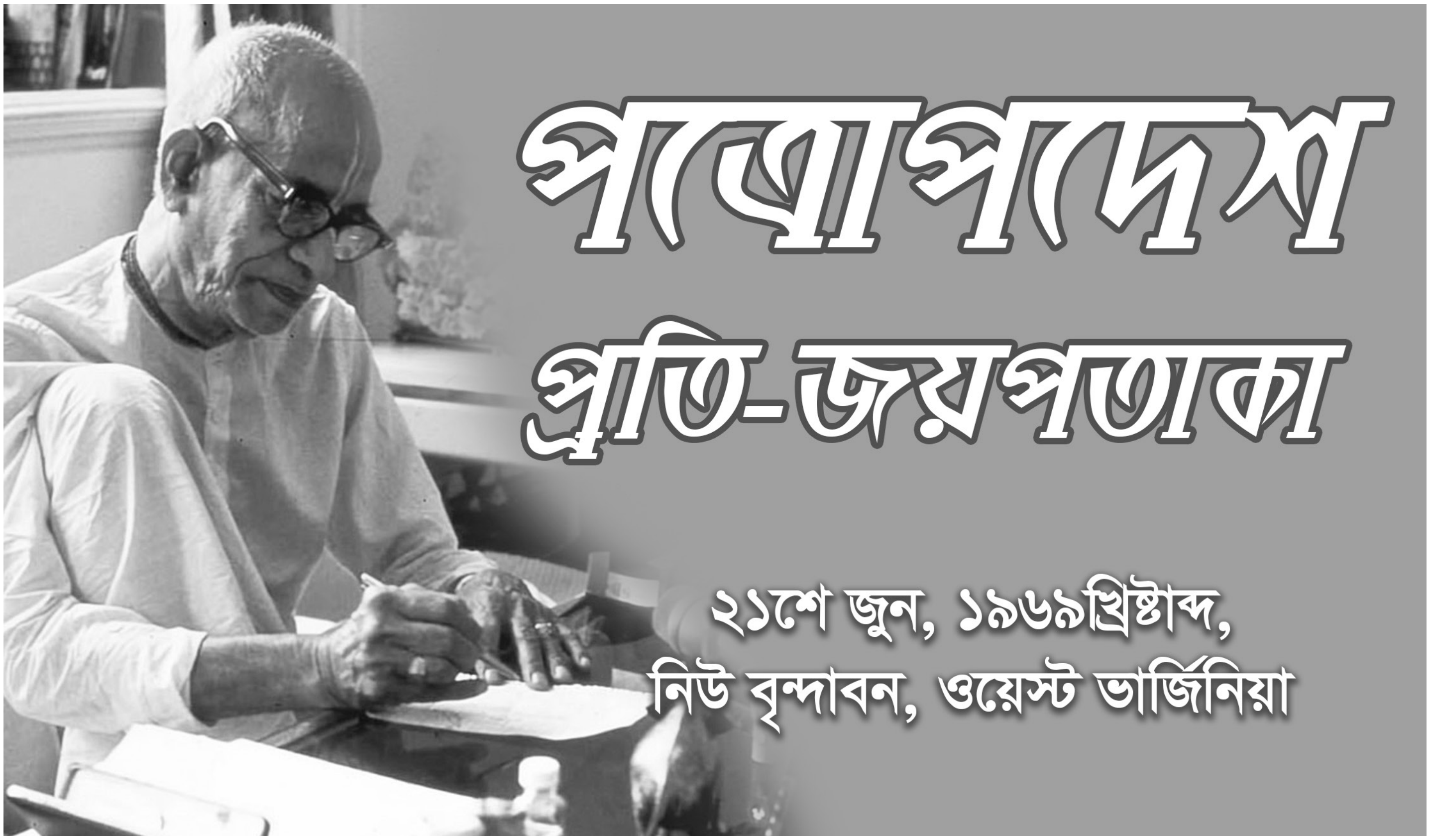

পত্রোপদেশ

প্রতি-জয়পতাকা

**২১শে জুন, ১৯৬৯খ্রিষ্টাব্দ,
নিউ বৃন্দাবন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া**

স্নেহভাজনেষু প্রিয় জয়পতাকা,

আমার আশির্বাদ গ্রহণ করো। তোমার প্রেরিত ১৮ই জুন, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের পত্রখানি আমি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি, এবং আমি এই পত্রের বিষয়বস্তু খুবই যত্ন সহকারে পাঠ করেছি। তুমি ২০শে জুলাই থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত রথযাত্রা উৎসব সম্পাদন করতে চলেছ। প্রধান বস্তু হলো রথ, তাই রথ ছাড়া কিভাবে তুমি এই উৎসব উদ্‌যাপন করবে? তুমি যদি শ্রীবিগ্রহগণকে ভক্তদের কাঁধে করে নিয়ে চলতে চাও সেটিও সুন্দর হয়। শ্রীবিগ্রহগণকে কোন একটি নদীর তীরে নিয়ে যেও, যদি সেখানে কোন নদী তীর দেখতে না পাও, তা হলে মন্ট্রিলে সুন্দর একটি নদী রয়েছে, সেটি হলো সেন্ট লরেন্স নদী। সেক্ষেত্রে সেই আট দিনের পদ্ধতি হলো, শ্রীবিগ্রহগণকে নদীর তীরেই রাখতে হবে, সেখানে কীর্তন চলতে থাকবে, মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে, এবং লোকেরা শ্রীবিগ্রহের প্রতি ফল, ফুল ইত্যাদি নিবেদন করতে পারে। তারপর অষ্টম দিনে ভগবান পুনরায় তাঁর নিজের স্থানে ফিরে যাবেন। এটি হলো পন্থা, এবং রথটিকে এক বিপুল জন সমারোহে বড় শোভাযাত্রা সহকারে কীর্তন করতে করতে পুষ্প ইত্যাদি ছড়িয়ে দিতে দিতে টেনে নিয়ে যাবে। এবছর বোষ্টনেও রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপনের চেষ্টা করছে, আর তুমি যদি চাও তবে এই সূত্রে সৎস্বরূপের সঙ্গে পত্র লেখালেখি করতে পারো। সে তোমাকে কিছু কিছু ধারণা দিয়ে সহযোগিতা করবে।

আমি এটি জেনে খুশি হয়েছি যে কীর্তন চলছে, এবং কৃষ্ণের ইচ্ছায় তুমি কিছু অর্থ অনুদান প্রাপ্ত হচ্ছো। এটি খুবই ভালো সংবাদ। রথযাত্রা চলাকালীন তুমি যদি শোভাযাত্রা নিয়ে সমুদ্র পারে যেতে না পারো তবে নদী তীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, এবং সেই একই দিনে ফিরে আসবে। আট দিন ব্যাপী যতদূর সম্ভব মহাপ্রসাদ অর্থাৎ বিশেষ করে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করবে। তারপর অষ্টম দিনেও ঐ একই প্রকারে অনুষ্ঠানাদি করবে। অনুগ্রহপূর্বক তোমার উৎসবের কার্যকলাপের এবং তার সাথে সাথে কীর্তন ও অন্যান্য কার্যক্রমের সুন্দর ছবি তোলার বন্দোবস্ত করবে। আমরা আশা করি আমাদের 'ব্যাক টু গডহেড'(ভগবৎ দর্শন) পত্রিকায় এই ধরনের অনেক ছবি ছাপিয়ে দেব। তাই অনেক ছবি তুলবে এবং সেগুলিকে নিউ-ইয়র্কে ব্রহ্মানন্দকে পাঠিয়ে দেবে।

এই সোমবার অর্থাৎ ২৩শে জুন, আমি লস-এঞ্জেলেস যাচ্ছি; তাই তুমি ভবিষ্যতে সেই ঠিকানায় পত্র লেখালিখি করতে পারো। আমি আশা করি এতে তোমার সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে।

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী,

এ.সি.ভক্তিবেদান্ত স্বামী

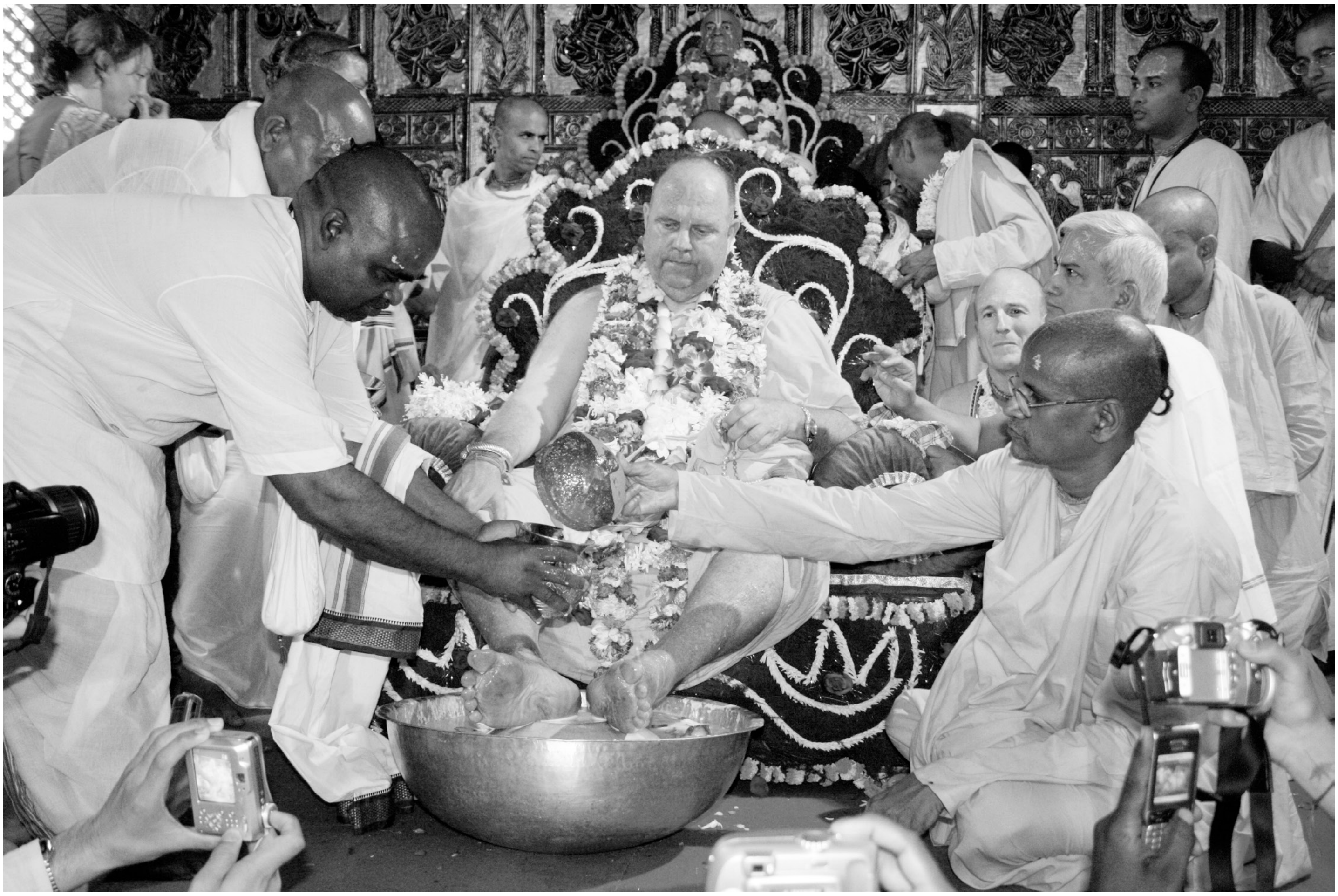

গুরুমহারাজের ব্যাসপূজার সম্বোধন জ্ঞাপন

একমাত্র কৃপা হলো সাফল্যের কারণ

২০শে এপ্রিল, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ শ্রীমায়াপুর ধাম, ভারতবর্ষ

গতকাল, শ্রীমৎ ভানুস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্যটি পাঠ করছিলেন। সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন সকলের পারমার্থিক গুরুদেব কিন্তু তিনি তাঁর অনন্ত রূপের মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর ভক্ত যিনি পারমার্থিক গুরু রূপে আচরণ করেন তাঁর মাধ্যমে কার্য সাধন করে থাকেন। তাই আমরা পারমার্থিক গুরুদেবের আবির্ভাব দিবসে ব্যাসপূজা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে থাকি। যদিও আমরা পারমার্থিক গুরুদেবের আবির্ভাব দিবসে তা পালন করি, পরিভাষাগতভাবে বলতে গেলে, আমরা ব্যাসপূজা অর্থে সাধারণ কোন জন্মদিবস পালন করি না। ব্যাসপূজার অর্থ হলো সমগ্র গুরু-পরম্পরা ধারার পূজা করা। গুরুকে প্রথমে অবশ্যই একজন শিষ্য হতে হবে। কেউই যতক্ষণ পর্যন্ত না শিষ্য হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি একজন গুরু হতে পারেন না। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক গুরুদেবের একজন গুরুদেব আছেন, আর সেটিই এক আদর্শ অনুমোদিত গুরু-শিষ্য পরম্পরা শৃঙ্খল সৃষ্টি করে।

সুতরাং আমরা যখন আমাদের পারমার্থিক গুরুদেবের পূজা করি, একই সঙ্গে আমাদের গোটা গুরু-পরম্পরার পূজা করা হয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে আমরা শেষ পর্যন্ত ব্যাসদেবের পূজা করি, যিনি হলেন বৈদিক জ্ঞানের আদি দাতা। তাঁর করুণার দ্বারা, এই যুগে প্রত্যেকে জীবনের লক্ষ্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীপাদ শতধন্বা প্রভু যেটি মন্তব্য করেছেন সেটি হলো খুবই বাস্তব যে, শ্রীল প্রভুপাদ একই সময়ে আমাকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেছেন, ঠিক যেমনটি একজন বিচারপতি এক সঙ্গে সমালোচকদের জন্য আদেশ জারি করেন, এবং সমস্ত

অপরাধীকে তা মেনে চলতে হয়। কিন্তু প্রভুপাদের আদেশগুলি শুধু বাক্য নয়, বরং সেগুলি হলো আশীর্বাদ, যা অবশ্যই পূর্ণ করতেই হবে।

উদাহরণস্বরূপ, তিনি আমাকে প্রতি মাসে দশ হাজার বড় গ্রন্থ এবং এক লক্ষ ছোট গ্রন্থ বিতরণ করার আদেশ করেছেন; বিপুল সংখ্যায় প্রচার কার্য বিস্তৃত করতে বলেছেন, এবং ভগবৎ ধাম শ্রীমায়াপুরের উন্নতি সাধন করতে বলেছেন। তিনি আমাকে এটিও আদেশ করেছেন যে, আমিও যেন নারদ মুনির অভিশাপ গ্রহণ করি এবং সেই মতো জীবন যাপন করি যেমনটি শ্রীল প্রভুপাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবন যাপন করতেন। প্রকৃতপক্ষে এমনকি যদি আমি ভ্রমণ বন্ধ করতেও চাই, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচারে যাওয়ার জন্য অনেকে দাবী করেন, আর বাস্তবে আমার পক্ষে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, একরকম ভাবে, ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকল্প ও অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করার চেষ্টায় ভ্রমণ করাকে আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি। এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বহু নির্দেশ প্রদান করেছেন, কিন্তু সেই সকল নির্দেশ (বা এমনকি তাদের মধ্যে একটি নির্দেশ) নির্বাহ করার প্রত্যাশা হলো ভাবাবেশপূর্ণ ব্যাপার! আর যে সমস্ত আদেশ আমি এখানে উল্লেখ করেছি তা আমার করণীয় নির্দেশাবলীর শুধুমাত্র এক ভগ্নাংশ। যার জন্য আমি অপরিসীমভাবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। একটি আদেশ ছিল যেটি শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে পালন করতে বলেছিলেন সেটি হলো, নির্দিষ্ট কিছু গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিকে সহায়তা করা; আমি তা পালন করতে চেষ্টা করেছি এবং তাঁদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃতে উৎসাহিত করেছি। আর আমি বিশ্বাস করি যে শ্রীল প্রভুপাদের কিছু নির্দেশনা পূরণ করার জন্য নিশ্চিত পন্থা হলো দায়িত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন করা। অন্য একটি বিষয় যা শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বলেছিলেন, আমার তা সম্পাদন করা উচিত। তিনি বলেছিলেন, “একাই সব কিছু করবে না। প্রতিনিধিদের দিয়েও কিছু কার্য সম্পন্ন করবে।”

অতএব, আমি অন্যদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখতে চাই। আমি তাদের আরও দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করি। আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে, আমার কঠোর আচরণ (অনেকে বলেছেন যে এটি খুবই কঠিন) থাকা সত্ত্বেও আমার বহু গুরুভ্রাতা এখনও আমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তাঁরা এখনও আমাকে সাহায্য করে চলেছেন। তাঁরা আমার সাথে একত্রে কাজ করছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সাধনে আমাকে তাদের সাহায্য করার জন্য অনুমোদন করছেন, যাতে আমরা একত্রে মিলে মিশে শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন বাসনা পরিপূর্ণ করতে পারি। আমি বিবেচনা করি যে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের দিয়ে যা কিছুই করাতে চেয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীল প্রভুপাদের মাধ্যমে তা আমাদের দিয়ে সম্পূর্ণ করাতে চেয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বা অন্য কাউকে যা আদেশ করেছেন, সেই একই আদেশ তাঁর কোন অনুগামী অর্থাৎ তাঁর পারমার্থিক পুত্র বা প্রপৌত্র যেই হোক না কেন তারা সকলেই তাঁর সেই বাসনা পুর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন।

আমার মনে আছে শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝেই বলতেন যে, তিনি মনে করেন যে, তাঁর শিষ্যগণকে নিশ্চিতরূপে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর আমিও দেখি যে, আমার শিষ্যগণকে শ্রীল প্রভুপাদ আমার নিকট প্রেরণ করেছেন। আমি এমনকি এটিও মনে করি যে, আমার পারমার্থিক নাতি-নাতনীদেরও শ্রীল প্রভুপাদ প্রেরণ করেছেন, তাহলে আমার গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিদের কথা আর কি বলার আছে! তাঁরা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট থেকেই এসেছেন। বিশ্বকে একটি বাস্তব আধ্যাত্মিক জাতিগোষ্ঠী রূপে প্রদর্শন করানোর জন্য তিনি আমাদের অনুমোদন করেছেন। বাবার সাথে তার অনেক সন্তানের ঐক্য থাকা সাধারণ বিষয়। একটি আধ্যাত্মিক যৌথ পরিবারের মধ্যে যেখানে একজন পিতা কিন্তু তার বহু সন্তান, আর সেই পরিবারের মতো অন্যান্য সমস্ত পরিবারে মা, কাকা, কাকীমা, ভাই, বোন, কাকাতো বা মামাতো ভাই বোন বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। আরও যত দিন অতিবাহিত হবে এগুলি আরও বড় হয়ে উঠবে। বহুত্ববাদী ধরনের আধ্যাত্মিক পরিবারে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা বিশ্বের মধ্যে এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তার দ্বারা বোঝা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত হলো বিশ্বজনীন এবং তা এই বিশ্বের সমস্যার সমাধানের আধার। বিশুদ্ধভাবে যা কিছুই ঘটে চলেছে তা হলো শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা। যখনই আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে আমি খুবই অসহায় বোধ করি; তখন আমি শ্রীল প্রভুপাদের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হই, তাছাড়া অন্য কিছু করার মতো কোন উপায় দেখি না। আমার গুরুভ্রাতাগণ হলেন আরও বুদ্ধিমান এবং সক্ষম। কিন্তু আমি নিজেকে তাঁদের তুলনায় মোটেই যোগ্যবান মনে করি না। আমার একমাত্র আশ্রয় হলেন শ্রীল প্রভুপাদ আর যেভাবেই হোক তাঁর করুণায় সমস্ত কিছু সমাধান হয়ে যায়। আমি এর বাস্তবটি জানি। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে মায়া আমার

সঙ্গে চক্রান্ত করে এবং আমাকে দিয়ে চিন্তা করায় যে আমি হচ্ছি কর্তা; আর সেই প্রত্যাশা করেই আমি কোন কিছু কাজ করতে উদ্যত হই। উদাহরণস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মা আমাকে সতর্কবাণী দেয় যে আমাকে সময়মতো বিমান বন্দরে পৌঁছানো উচিত, যেহেতু আমি সাধারণত বিমান বন্দরে দেরিতে পৌঁছাই এবং অন্তিম মুহূর্তে বিমান ধরার জন্য পৌঁছাই; কিন্তু তখন আমি কোন সতর্কবাণী শুনতে পাইনি। বরং আমি চিন্তা করলাম, "সব ঠিক আছে। কৃষ্ণ আমার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেবেন।" আর অনুভব করলাম যে আমার সেজন্য গর্ব বোধ হচ্ছে।

কিন্তু তারপর আমি যখন বিমান বন্দরে গেলাম এবং অভিবাসন (ইমিগ্রেশন) বিভাগে উপস্থিত হলাম, আমি দুয়ারের কাছে গিয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যেই বিমানটি উড়ে গেছে। আমি বিমানটি ধরতে পারলাম না। তখন আমি এই ঘটনার ওপর বিশ্লেষণ করার জন্য কয়েক ঘন্টা সময় পেলাম আর মনোসংযোগ করলাম যে, আমাকে আরও বিনম্র হওয়া উচিত, আর সবকিছুতে মঞ্জুর পাওয়ার জন্য কৃষ্ণের করুণা নেওয়া ঠিক নয়। তারপর থেকে আমি আশা না করতে শিখেছি, যদিও আমরা কৃষ্ণের কৃপার উপর নির্ভর করি যে, তিনি পর্যাপ্তরূপে তাঁর কৃপা প্রদান করবেন। তিনি হয়তো আমাদের প্রতি কৃপা করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। তাঁর না দেওয়ার অধিকার আছে, বিশেষত যখন কোন ব্যক্তি মনে করে যে, "আমার কৃষ্ণ কৃপা লাভের অধিকার আছে।" আমরা যখন এমন চিন্তা করি, তখন কৃষ্ণের আমাদের কিছু না দেওয়ার আরও অধিক কারণ থাকে; তিনি আমাদের আরও বিনীত করার জন্য কৃপা না করার চিন্তা করেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি সফলতার সাথে কোন সময় যদি কোন কাজ করতে সমর্থ হয়েছি তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়। কেবল গুরু ও কৃষ্ণচেতনার অভাবের কারণেই আমরা বিষয়গুলিকে এত কঠিন বলে মনে করি। কখনও কখনও ভক্তরা সমস্যাগ্রস্ত হন আর আমরা তাদেরকে কৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল হতে বলি। যদিও আমি সফল নই, তবুও শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে 'জয়পতাকা' নাম প্রদান করেছেন, যার অর্থ হলো বিজয়ী হওয়া। আমি বিভিন্ন ভাবে অনুভব করি যে আমি শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণে সফল হইনি। যখন কোন সফলতা আসে, আমি দেখতে পাই যে তা শ্রীল প্রভুপাদ ও পূর্ব আচার্যবৃন্দের কৃপার প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতার জন্য সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাসপূজা দিবসে সকলেই অত্যন্ত আবেগপ্রবণভাবে কথা বলছেন, গুরু-পরম্পরার পূজায় তাদের নিজেদের মহত্ত্ব প্রকাশ করছেন। তাঁদের গুণকীর্তন প্রকৃতই আমাকে শ্রীল প্রভুপাদের দিকে চালিত করছে, কারণ তাঁর কৃপা বিনা আমার মধ্যে কোন সদ্‌গুণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো না। লোকে বলে, "সৌন্দর্যটি দর্শকদের চোখে পড়ে।" কিন্তু আপনারা যদি আমার মধ্যে অনুকরণযোগ্য কিছু দেখছেন, তবে তা কেবল প্রভুপাদের করুণার প্রতিফলন, আর সেই কৃপা তিনি কেবল আমার প্রতিই নয়, তিনি তা তাঁর সকল শিষ্য, প্রশিষ্য ও তাঁর শিক্ষা শিষ্য এবং অন্যান্য অনুগামীদের প্রতি প্রদান করেছেন। তাই আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও তাঁর মহত্ত্বের প্রচার কার্যে উৎসর্গ করা উচিত।

হরেকৃষ্ণ!

"গুরুদেব অবশ্যই তাঁর শিষ্যের ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করবেন, এটা তাঁর সেবা। শিষ্যের যদি কোন ত্রুটিই না থাকত, তবে তো সে একজন শুদ্ধ ভক্তেই পরিণত হত। সে তো আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়ে যেত। তাই গুরুদেব মানেই শিষ্যের ত্রুটি দর্শন। শিষ্যটি কেন আত্মসমর্পণ করছে না? কেন সে কৃষ্ণের জন্য তার জীবনকে উৎসর্গ করছে না? সে কোন জায়গাটায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে? তাকে এই আগাছাগুলো উপড়ে ফেলতে হবে।" সাধারণত আগাছার শিকড় মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত ছড়ায়, তাই তা উপড়ে ফেলার সময় গাছে আঘাত লাগতে পারে অথবা মাটি আলোড়িত হতে পারে। কিন্তু সেই আগাছাগুলোকে অবশ্যই উপড়ে ফেলতে হবে। আমাদেরকে নিজেদের আগাছা উপড়ে ফেলার ব্যাপারে খুব দক্ষ হতে হবে এবং গুরুদেব হচ্ছেন আগাছা উপড়ে ফেলার শিক্ষাদানের ব্যাপারে সুদক্ষ।"

— ৩০শে এপ্রিল ১৯৮০, লস অ্যাঞ্জেলেস

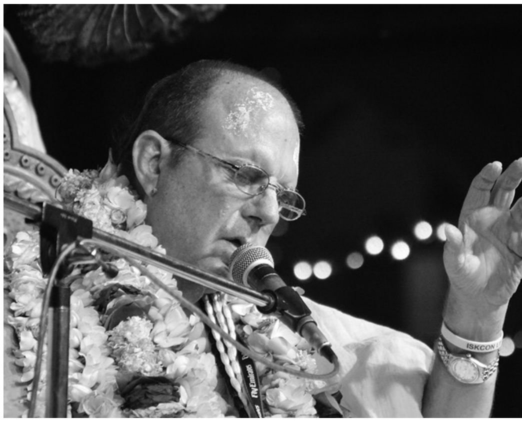

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরগুলি প্রকাশ

১লা মে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ কোয়েম্বাতুর, ভারতবর্ষ

প্রশ্ন: কিভাবে আমরা যান্ত্রিকভাবে জপ করার মানসিকতা এড়াতে পারি?

গুরুমহারাজ: প্রাথমিকভাবে, আমরা হয়তো যান্ত্রিকভাবে জপ করছি। তারপর আমরা কৃষ্ণের জন্য আরও ভাবের বিকাশ করি। তারপর, স্বাভাবিকভাবেই আমরা আরও অনুভূতির সাথে জপ করি। আমরা অবশ্যই অপরাধ করা থেকে বিরত থাকব, যাতে আমরা আরও স্বাভাবিকভাবে জপ করতে পারি। আমরা যদি অপরাধ করি তা হলে আমাদের জপ যান্ত্রিক ও কম ভাবাবেশকর হয়ে যাবে। যদি আপনি কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা অনুভব করতে না পারেন, তবে আপনার ক্রন্দন করা উচিত যে আপনি জপ করতে পারছেন না। আপনার কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করা উচিত। তবুও যদি আপনি কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন না করতে পারেন তবে আপনার সেই জন্য ক্রন্দন করা উচিত যে আপনি কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করতে পারছেন না।

প্রশ্ন: মহারাজ, কি ভাবে আমরা ভক্তসঙ্গ করব এবং তাদের অবমাননা করা থেকে বিরত থাকব?

গুরুমহারাজ: শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আমাদের নিজের সম্মান লাভের কথা চিন্তা না করে অপরকে সম্মান করা উচিত। কেউ যদি তা থেকে বিরত না থাকে তা হলে সে অপমান করা বন্ধ করতে পারবে না।

প্রশ্ন: কিভাবে কোন ব্যক্তি তার সম্মানীয় ভক্তদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে বিরত হতে পারে?

গুরুমহারাজ: যখন আপনি ভক্তদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হন তখন অপরাধ সংঘটিত হয়। আপনি তাদের পতিত হতে দেখতে চান। কোন ভক্ত যদি বেশি ভজনশীল না হন, কেন আপনি তার প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হবেন? সকলেই নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করছে, এবং আমরা প্রত্যেককে উৎসাহিত করতে চাই। আমরা কাউকে নিরুৎসাহিত করতে চাই না। সুতরাং এমনকি আপনি যদি ভক্তদের সাথে ঘনিষ্ঠও হন, আপনার একটু বিবেক হওয়া উচিত যে, তারা কত ভাবেই নিজের মতো করে কৃষ্ণের সেবা করার চেষ্টা করছে, আর তাই তাদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন: হরেকৃষ্ণ! গুরুমহারাজ দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করুন। কিভাবে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা উপলব্ধি করব? তাঁর করুণার লক্ষণগুলি কি?

গুরুমহারাজ: কিভাবে আমরা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা অনুভব করব? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারাণীর ভাব গ্রহণ করেছেন। তিনি হলেন অত্যন্ত করুণাময় ও সহজলব্ধ। যেমন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন একজন মহান রাজা, কিন্তু আপনি একজন রাজার কতটা সান্নিধ্যে যেতে পারেন? শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন রাখাল বালকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই ভগবান তাঁর সখাদের, পিতামাতা, ও গোপিকাদের কাছে অধিক সহজলব্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের পরবর্তী অংশে, তিনি দ্বারকায় ছিলেন, তখন তিনি কেবল তাঁর পত্নীগণের ও আত্মীয়গণের কাছে সুলব্ধ ছিলেন, যাঁরা সকলে ছিলেন বৃষ্ণি বংশীয়। কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুগম্য তিনি সহস্র মানুষের গৃহ পরিদর্শন করেছেন। তিনি হলেন অকৃত্রিম করুণাময়। তাঁর করুণা প্রদানের কোন সীমা ছিল না। *পাপী তাপী যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই আর মাধাই*।

প্রশ্ন: হরেকৃষ্ণ গুরুমহারাজ! পূর্বের যুগগুলিতে মানুষ বহু বহু বছর জীবিত থাকত। কিন্তু এখন কেন মানুষ ৫ বা ২৫ অথবা ৭০ বছর বাঁচে?

গুরুমহারাজ: স্বল্প সাত্ত্বিকতা স্বল্প আয়ু। অধিক সাত্ত্বিকতা অধিক আয়ু। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য এই সংক্ষিপ্ত জীবনযাত্রাকে কেন ব্যবহার করবেন না?

পুরুষোত্তম মাসের উকারিতা

— অধিমাসে সমস্তটাই লাভ, কোন ক্ষতি নেই —

প্রিয় ভক্তগণ,

শ্রীল প্রভুপাদের জয়!

আমার শুভেচ্ছা প্রীতি গ্রহণ করুন। তিন বছর পর পুনরায় আমরা ১৬ মে হতে ১৩ জুন, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সবচেয়ে পবিত্র মাস পুরুষোত্তম মাস উদ্‌যাপন করার মহৎ সুযোগ লাভ করেছি।

শাস্ত্র এবং আমাদের পূর্বতন আচার্যরা বলেন যে, এই মাসে আমাদের শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক কর্মই করতে হবে। তাই আমি ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌড়ীয় পত্রিকার ১৪ই জুলাই ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যার একটি প্রবন্ধ থেকে এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। নিম্নে খুঁজে নিন কিভাবে আপনি এই পবিত্র মাস পালন করতে পারবেন!

ব্রত অনুশীলন করুন!

"হে জীব পুরুষোত্তম মাসে হরিভজনে তুমি এত অলস কেন? এই মাসে স্বয়ং পরমেশ্বর এই ভূ-গোলক সৃষ্টি করেছেন, তাই এই মাসটি হলো সমস্ত মাসের শিরোমণি। এমনকি এটি মহতী পবিত্র কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসের চেয়েও উত্তম। বিশেষ ভজনের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা কর। তুমি সবকিছু লাভ করবে।"

এই মাস কখন আবির্ভূত হন?

এক বছরে সাধারণত ১২টি মাস থাকে। বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী ১২মাসে পালনীয় বিভিন্ন পবিত্র কর্ম অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া আছে। যখন ১৩তম মাস ১২টি মাসের সাথে যুক্ত হয়, তখন একে অধিমাস বা কর্মহীন মাস বলা হয়, যেখানে কোন পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠানও কোন কর্মফল সৃষ্টি করতে পারে না। এই মাসটি প্রতি তিনবছরে একবার আসে।

পুরাণ অনুসারে ব্রতের বর্ণনাঃ

বৃহন্নারদীয় পুরাণে পুরুষোত্তম মাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। সকল মাসের প্রধান, অধিমাস, নিজের স্বভাবজাত বিনম্রতার কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকটে এল এবং তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিল। ক্রমান্বয়ে নারায়ণ অধিমাসকে তাঁর সাথে করে গোলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন মলমাসের দুঃখের কথা শুনে, করুণাপূর্ণ হয়ে নিম্নরূপ বললেনঃ কৃষ্ণ বললেন, "হে রমা দেবীর পতি, জগতে আমি যেভাবে পুরুষোত্তম নামে পরিচিত, এই অধিমাসও তেমনি সারা বিশ্বে পুরুষোত্তম মাস নামে খ্যাত হবে। আমার সকল গুণ এই মাসের মাঝে প্রবেশ করবে। আমারই মতো, এই মাস সকল মাসের মাঝে শ্রেষ্ঠ হবে। এই মাস পূজনীয় এবং স্তুতির দ্বারা প্রশংসার যোগ্য। অন্য সকল মাস সকাম, জাগতিক বাসনায় পরিপূর্ণ। এই মাস নিষ্কাম, জাগতিক বাসনাবিহীন। যদি কেউ অকাম বা জাগতিক বাসনা ব্যতীত, অথবা সকাম বা জাগতিক বাসনাযুক্ত হয়ে এই মাসের আরাধনা করে, তাহলে তার সকল কর্মফল নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে আমাকে লাভ করে। আমার ভক্তেরা অনেক সময় অপরাধ করে ফেলে, কিন্তু এই মাসে কোন অপরাধ হয় না। এই মাসে যারা সবচেয়ে নির্বোধ এবং

কোন জপ ও দান প্রভৃতি করে না, নিজের পারমার্থিক উন্নতির জন্য যারা কোন কর্ম করে না এবং যারা স্নানাদি করে না, এবং যারা দেবতাগণ, পবিত্র ধাম ও ব্রাহ্মণদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, এই সকল দুষ্ট, অসাধু, মন্দভাগ্য লোকেরা, অন্যের সম্পদের উপর জীবন নির্বাহ করে, তারা তাদের স্বপ্নেও সুখ লাভ করে না। এই পুরুষোত্তম মাসে, যিনি প্রেম ও ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা করেন, তিনি সম্পদ ও পুত্রাদি লাভ করে, সুখ ভোগ করে, সবশেষে গোলোকবাসী হয়।

কিভাবে ব্রত পালন করতে হবে

সর্বোচ্চ যত্ন সহকারে পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করুন। পুরুষোত্তমের প্রতি এই সেবাই সর্বোচ্চ সাধনা এবং সর্ববৃহৎ ফল দান করে। ভক্তির সাথে মন্ত্র উচ্চারণ করুন যেমন গোবর্ধনধরং মন্ত্রঃ (*গোবর্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণং গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্*) এবং এভাবে আপনি পুরুষোত্তমদেবকে লাভ করবেন। রাধারাণীর সাথে কৃষ্ণের ধ্যান করুন যিনি নবঘনশ্যাম বর্ণ ধারণ করে দুই হাতে মুরলী ধারণ করেছেন এবং পীত বসন পরিধান করেছেন। যেভাবে দামোদরব্রত পালন করা হয়, সেভাবেই এই ব্রত পালন করা উচিত, পুরুষোত্তমের প্রীতির জন্য দীপ দান করা উচিত, ঘৃত প্রদীপ বা সামর্থ্য না হলে তিলের তৈলের প্রদীপ। সম্ভব হলে, ব্রতপালনকারীর বাহ্মমূহূর্তের পূর্বে স্নান করা উচিত, এরপর আচমন করে গোপীচন্দন দ্বারা তিলক, শংখ ও চক্র ধারণ করা উচিত। এই মাসে রাধা-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আরাধনা করা উচিত। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের প্রধান আরাধ্যদেব। আরও সেবা আছে যা এই মাসে করা যেতে পারে যেমন- শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ উপচার দ্বারা পূজা করা, ভোরে স্নান করা ইত্যাদি, ভক্তিভরে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করা, শালগ্রাম শিলার অর্চনা করা। যিনি এই ব্রত পালন করেন, তার মাঝে সকল পবিত্র ধাম ও দেবতারা বাস করেন। এই মাসে বৈষ্ণবদের সেবা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যারা সাধারণত ভাগবতধর্ম পালনে শতভাগ সময় অতিবাহিত করেন, এই পুরুষোত্তম মাসে, এককভাবে নিয়ম অনুসারে এবং লক্ষ্য অনুসারে শ্রীভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করে ভক্তিতে নিমজ্জিত হওয়া, হরি-শ্রবণ কীর্তনে যুক্ত হওয়া উচিত।

যারা শতভাগে ভক্তিমূলক সেবায় জড়িত নয়, ব্রত পালনের ভিন্ন পদ্ধতি ও নিয়ম রয়েছে। অনেকে এই মাসে হবিষ্য গ্রহণ করেন। সূত গোস্বামী বলেছেন, দুর্ভাগ্য এড়াতে এই মাসে ব্রত পালন করা উচিত।

এই মাসের সূচনা তিথি হলো অমাবস্যা এবং সমাপ্তি তিথি হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি।

আমি আশা করি আপনারা এই পুরুষোত্তম মাসের সুফল গ্রহণ করবেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতি সাধন করবেন। এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আরও অনেক সেবা সম্পাদন করবেন।

আমরা এই পুরুষোত্তম মাসে জপ করতে নির্দেশ দিই, যাতে তাদেরকে আর কুকুর, বিড়াল অথবা অন্য কিছু জন্ম নিয়ে ফিরে আসতে না হয়। তার চাইতে ভালো যে, তারা পারমার্থিক জগতে ফিরে যাক, যেখানে কোন বৃদ্ধ অবস্থা নেই, কোন রোগ নেই, এবং কোন জন্ম-মৃত্যু নেই। একবার তারা যদি সেখানে যায় তবে তাদের আর ফিরে আসতে হবে না।

আপনাদের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী,
জয়পতাকা স্বামী

নামে রুচি লাভের পন্থা

"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং মহামন্ত্র জপ করার সময় মনোসংযোগ করতে হবে; তা হলেই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি পুনরায় হরিনামের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবে এবং নাম জপের প্রতি রুচি ফিরে পাবে।"

— ৩রা জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ, পাঞ্জাবীবাগ মন্দির, নতুন দিল্লী

ভালবাসো কৃষ্ণেরে কভু যেও না ছেড়ে

-সফলতার চাবিকাঠি-

ইসকন পার্থসারথী মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবচন, ৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ-নতুন দিল্লী, ভারতবর্ষ

মদীয় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের পক্ষ থেকে সমবেত সকল বৈষ্ণবকে এই পার্থসারথী মন্দিরের মহতী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যদিও এটি গ্রীষ্মের দিন, আপনারা সকলেই এমন মহান ভক্ত যে আপনারা সহাবস্থান এবং ধৈর্য সহকারে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন। এর জন্য আমরা আপনাদের প্রতি অত্যন্ত ঋণী। পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্য থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে, এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আসলে *বেদ* ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রাচীন বাণীগুলিকে পুনরাবৃত্তি করছে। কেউ হয়তো বিস্মিত হতে পারে যে, "এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন আবার কি? আমাদের আশেপাশে তাদের আসার ফলাফল কি হবে?" কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন যে, এটি সেই একই আছে। পাশ্চাত্যের দেশে একটি প্রবাদ আছে, "ওল্ড ওয়াই ইন এ নিউ বটল!" অর্থাৎ নতুন শিশিতে পুরনো মদ। এই বাণী নতুন নয়; এটি কমপক্ষে ৫০০ বছরের প্রাচীন। অথচ এখনও সেই বাণী একই রয়েছে।

আজ, আমরা বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে, তথা বিংশ শতাব্দীর দুনিয়ায় আছি। কিন্তু বাণীগুলি সেই শাশ্বতই রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে অবতরিত হয়ে আসছে। তাঁর থেকে এটি ব্রহ্মার কাছে এসেছে, তাঁর থেকে এসেছে নারদমুনির কাছে, তাঁর থেকে এসেছে ব্যাসদেবের কাছে, তাঁর থেকে এসেছে মধ্বাচার্যের কাছে, তাঁর থেকে এসেছে মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে, তাঁর থেকে এসেছে ঈশ্বর পুরীর কাছে, তাঁর থেকে এসেছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে, তিনি ছন্ন অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এটি *মহাভারত*, *শ্রীমদ্ভাগবত*, ও *বেদের* বিভিন্ন অংশে ভবিষ্যৎবাণী করা আছে। এইসকল শাস্ত্র-গ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে ছন্ন অবতারে আবির্ভূত হবেন; তিনি এমন একজন অবতার যাঁর অন্তরাত্মা ও যিনি নিজেই ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

গুরুপরম্পরা ধারার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ যথা: রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট এবং জীব গোস্বামী, তাঁরা যথাক্রমে এই বাণীকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে হস্তান্তরিত করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছ থেকে তা শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজীর কাছে এবং তাঁর থেকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে এবং তাঁর থেকে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল

প্রভুপাদের কাছে এই বাণী চলে আসে। শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী ও বৃন্দাবনে বহু বছর অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু অস্বাভাবিক সত্য হলো এই যে, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদকে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভগবানের পূজারী ও একজন সাধু হিসাবে আঁর অবস্থিতি ছিল খুব ভালো। কিন্তু ৭০ বছরের বৃদ্ধ বয়সে, তাঁর গুরুর থেকে প্রাপ্ত আদেশ তাঁর মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে; তিনি দেখলেন যে সমগ্র বিশ্ব অজ্ঞতার সোপানে পা দিয়ে চলেছে। আর ভারতবর্ষে, যেখানে মানুষ জন্ম ও প্রকৃতিগতভাবে ধার্মিক হওয়ার কথা, কিন্তু তা না হয়ে তারা কেবল রাজনীতিতে রুচি দেখাচ্ছেন।

তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভাবলেন যে, তাঁকে তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করা উচিত এবং আমেরিকায় যাওয়া উচিত। তাই তিনি এই বৃন্দাবন ও দিল্লী ত্যাগ করেন এবং জলদূত নামক জাহাজে করে আমেরিকার নিউইয়র্কে গমন করেন এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন; এটি খুব বেশি দিনের কথা নয়। আজকাল অনেক সাধুরাই পাশ্চাত্য দেশে যাচ্ছেন। এটা তেমন কঠিন কিছু নয়। তিনি সেখান থেকে শীঘ্রই ফিরে এসে বিলাত ফেরত হিসাবে পরিচিত হতে চাননি। তিনি বছরের পর বছর সেখানে ছিলেন এবং কলেজের ছাত্রদের ও ব্যবসায়ীদের ভক্তিযোগে প্রশিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর শপথ ছিল: "যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ফিরে যাব না; যতক্ষণ না আমি তাদের সারা বিশ্বে এই আন্দোলন বিস্তারের জন্য প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারছি ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব।"

তিনি সস্তা খ্যাতি বা বাহবা চাননি। তিনি বিশ্বব্যাপী সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, এবং এটি সম্পাদন করতে কৃষ্ণ তাঁকে সক্ষম করেছেন। অবশ্যই, তিনি ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বৃন্দাবনে তাঁর দৃশ্যমান অতীতকে জড়িয়ে থাকতে পারতেন; কিন্তু আমরা দেখি স্বল্প বারো বছর সময়ের মধ্যেই, তিনি আধ্যাত্মিকতার এই ধরনের জোয়ারের তরঙ্গ তৈরি করেছেন, যার কোন সীমা নেই এবং থেমে থাকেনি বরং দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই বাসনা করতেন যে এই দিল্লীতে একটি খুব বড় মন্দির হওয়া উচিত। সেখানে তিনি বুদ্ধ গার্ডেন বা বুদ্ধ উদ্যানের মতো একটি কৃষ্ণ গার্ডেন হতে দেখতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধ জয়ন্তীর মতো করে কৃষ্ণ জয়ন্তী ইত্যাদি উদ্‌যাপন হতে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তখন তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করতে সক্ষম হইনি। কিন্তু অন্যদিকে, আপনাদের মহান ভক্তির কারণে শ্রীশ্রীরাধা-পার্থসারথী স্থির করলেন যে তাঁরা যমুনা নদীর পাশে বা দূরবর্তী কোন উদ্যানে দিল্লীবাসী ভক্তদের মধ্যে বিরাজ করবেন।

আপনারা হয়তো এই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের আয়োজন দেখে অর্থাৎ সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সাদা পোষাক পরিহিত বিবাহিত ভক্ত ও তাদের পত্নীদের (ভারতীয় বা বিদেশী ভক্ত মহিলাদের) শাড়ি পরিধান ও তিলক ধারণ করা দেখে বিস্মিত হচ্ছেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মধ্যে বিবাহিত দম্পতিরাও আছেন।

ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন স্থান হস্তিনাপুরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত ইতিহাসের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। আমরা জানি পার্থসারথী হলেন তাঁর ভক্ত অর্জুনের সখা। এবং তিনি তাঁর ভক্তের সেবা করার জন্য তাঁর রথচালকের সেবা করেছিলেন। অর্জুন কে? কৃষ্ণ কে? অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ হলেন দ্বারকা নগরীর রাজা, কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন ত্রিজগতের মালিক বা প্রভু।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

তিনি হলেন অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। যদিও তিনি অবতরণ করেন এবং আমাদের দেখিয়ে দেন যে কিভাবে অধর্ম থেকে বিরত হতে হয়। *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*। কৃষ্ণ কিভাবে তা প্রদর্শন করলেন? তিনি তা প্রদর্শন করলেন তাঁর ভক্তদের যথা যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম এবং নকুল ও সহদেবের মাধ্যমে। এই সকল ভক্তরা এই হস্তিনাপুরকে শাসন করতেন, আজ থেকে ৫০০০ বছর বা তারও পূর্বে যা ছিল সমগ্র বিশ্বের রাজধানী শহর। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এত পূর্বের ইতিহাসে ফিরে চেতে চান না। আমি মনে করি ব্রিটিশ ঐতিহ্যটি তাদের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য ভারতকে কোনো কৃতিত্ব দিতে চায়নি, আর এখন এমনকি আমাদের আধুনিক ঐতিহাসিকরাও সেই বৃটিশ ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে চলছেন, যেটি আমরা গ্রহণ করি না। আমরা গ্রহণ করি যে আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির এই হস্তিনাপুরে গোটা বিশ্বের রাজা ছিলেন। অতএব, এই যুধিষ্ঠির কে ছিলেন? অর্জুন কে ছিলেন? তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়; তাঁরা ছিলেন পার্থিব মানুষ। তাঁরা গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। কেন? কারণ তাঁরা ছিলেন ভক্ত। তাঁরা ভগবানের ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের

ভক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের পরিবারের লোকের দ্বারা (অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের দ্বারা, যারা অন্ধ ছিল না ঠিকই কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিহীন ছিল) নির্যাতিত হয়েছিলেন। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর ভক্তের সাথে ছিলেন, কোন এক সময় এই হস্তিনাপুর রাজ্যটি দুর্যোধন ও পাণ্ডবদের মধ্যে অর্ধেক ভাগ হয়েছিল।

পাণ্ডবগণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; তাঁরা এই জন্য সন্তুষ্ট হননি যে তাঁরা রাজ্য পেয়েছেন। তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন কারণ তাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের সাথে পেয়েছিলেন। আর কৃষ্ণ চেয়েছিলেন তাঁরা যেন রাজ্য ফিরে পান। অনুরূপভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একথা বলে না (কারণ শাস্ত্রও সে কথা বলে না) যে, আপনাকে আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দের জীবন বা পরিবার ত্যাগ করা উচিত। একথা কখনোই বলে না; কিন্তু আপনাদের মধ্যে অবশ্যই কৃষ্ণকে রাখতেই হবে। সেখানে যদি কৃষ্ণ থাকেন, তা হলে সেখানে সর্বসুখ থাকবে, সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি থাকবে। কৃষ্ণ বিনা জীবন হলো অপূর্ণ। যদি আমরা পাণ্ডব ও কুরুদের মধ্যে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করি, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, যদিও কুরুদের অর্ধেক রাজত্ব ছিল তবুও তারা সন্তুষ্ট ছিল না; তারা অপর অর্ধেক অংশও পেতে চাইত। তারা যেকোন ভাবেই তাদের ভাইদের হত্যা করতে চেয়েছিল। এখানে আমরা ঐশ্বরিক এবং অহংকারী আচরণ দেখতে পাই। আমরা ভক্ত এবং নাস্তিকদের দেখতে পাই। দুর্যোধন ছিল এক মহান শাসক। সে ছিল এক বিশাল রাজা। সে একজন ক্ষমতাশালী কিন্তু হিংসুক ব্যক্তি ছিল। তাই সে অর্ধেক বিশ্বের মালিকানা পাওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট ছিল। আমরা এই বিশ্বে এমন কিছু মানুষকে খুঁজে পাই যাঁরা কৃষ্ণ যা কিছু প্রদান করেছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট, আর তারা নিজের পরিশ্রমের দ্বারা অর্থাৎ কষ্টার্জিত আয়ের দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে চান না। তাঁরা অন্যদের কাছ থেকে তাদের চাহিদা অতিক্রম কিছু করতে চান না। আর তাঁরা সুখী কারণ তাঁরা কৃষ্ণের পূজা করেন। আবার অন্যদিকে আমরা অন্য ধরনের কিছু মানুষও দেখি যাদের ভগবানের অর্থাৎ কৃষ্ণের ওপর কোন বিশ্বাস নেই, আর তারা যা খুশি তাই করে চলে, তাদের কাছে প্রতিবেশীরা সর্বদাই শত্রু।

তাদের স্ত্রীরা বলে, "ওদের কেন এত সুন্দর মোটর গাড়ী আছে? কেন ওদের শাড়িগুলো সুন্দর? কেন ওদের এত সুন্দর বাড়ি আছে?" তখন স্বামীটি ভাবে, "তার একটি বড় প্রভাব আছে, তিনি আরো সম্মান লাভের পাত্র এবং এইভাবে, ঈর্ষা সৃষ্টি হয়।" জীবাত্মার পক্ষে এটি স্বাভাবিক নয়; বরং এটি হলো মায়ার প্রকৃতি, আসুরিক প্রবৃত্তি। যেকোন ব্যক্তিই এই ঈর্ষাকে জয় করতে পারে। তাই এই আন্দোলন সারা বিশ্ব জুড়ে এটি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই মাৎসর্য শিকড় বিস্তার করেছে, যা সমস্ত মানুষের অন্তরে এক ভীতির সঞ্চার করেছে। তাই আমরা এই মূল বা শিকড়ের বিস্তারের কারণ খুঁজে বের করতে চাই এবং সেগুলিকে ছেদন করতে চাই।

পাণ্ডবগণ ভীত ছিলেন না কারণ তাঁরা জানতেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে আছেন। অবশ্যই, আমরা জানি যে তাঁরা অনেক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরিশেষে তাঁরা দেখলেন যে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। তাই তাঁরা যুদ্ধে গেলেন এবং পবিত্র কুরুক্ষেত্রের ভূমিতে কুরুদের বধ করলেন। পরবর্তীতে যুধিষ্ঠির বিশ্বের মধ্যে এই হস্তিনাপুরে রাজত্বের কেবল একক রাজা হলেন, যিনি সমগ্র বিশ্বকে শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতাগণ ও মাতা কুন্তীর দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "তোমাদের ধন্যবাদ জানাই, এখন আমি দ্বারকায় ফিরে যাই। অনুগ্রহ করে তোমরা আমাকে প্রস্থানের অনুমতি দাও।" কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিদীর্ণ হলো। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না আর কিছুই দেখতে পারছিলেন না; তাঁর দুচোখ ভরে শুধুই অশ্রুবারি বেয়ে পড়তে লাগল। তিনি বললেন, "কৃষ্ণ আমার জীবন, আমার আত্মা চলে যাচ্ছেন!"

দেখুন, ভক্ত কাকে বলে! তাঁর কাছে বিশ্বের সম্পদ ও ক্ষমতা আছে, কিন্তু তিনি কৃষ্ণ ছাড়া জীবন যাপন করার দুঃখে ক্রন্দন করছেন। আমরা মানুষকে কোন কিছু পরিত্যাগের কথা বলি না, কারণ ত্যাগ করাটিও হচ্ছে একপ্রকার মিথ্যা অহংকার। আমরা মানুষকে কেবল কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার কথা বলি; সেটিই হলো আসল। আপনি যদি কৃষ্ণকে ভালবাসেন তা হলে আপনি বিবেচনা করবেন যে যা কিছু আপনার আছে তা সবই হলো কৃষ্ণের। আপনি মনে করবেন, "আমি খালি হাতে এই জগতে এসেছি, এবং খালি হাতেই চলে যাব।" কিন্তু আপনি যদি কৃষ্ণকে ভাল না বাসেন, তা হলে আপনি দুর্যোধনের মতো চিন্তা করবেন, "সমস্ত কিছুই আমার। আমি অবশ্যই আমার সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করব এবং আমাকে আরও বেশি কিছু অর্জন করতে হবে।" যদি এমন অবস্থা হয়, আপনি কখনোই সুখী হবেন না, ঠিক যেমন রাবণ একজন ক্ষমতাশীল রাক্ষস এবং তার শতাধিক স্ত্রী ও তার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মতো সুবিশাল

রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও সে অসুখী রয়ে গেল। সে রাজা ছিল তার আরামের কোন অভাব ছিল না। দেবতারাও তাকে ভয় পেতেন তা সত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট ছিল। সে সীতাদেবীকেও ভোগ করতে চেয়েছিল। তার প্রিয় ভাই বিভীষণ বললেন,

"না তাঁর লোভ করো না।"

রাবণ যখন চক্রান্ত করে সীতাকে হরণ করল এবং তাঁকে শ্রীলঙ্কায় নিয়ে এলো, তখন লক্ষ্মীদেবী লঙ্কা পরিত্যাগ করলেন। সমস্ত প্রকারের অমঙ্গলের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল।

তাই বিভীষণ বললেন, "তাঁকে প্রভু রামের কাছে ফিরিয়ে দাও! তাঁকে ফিরিয়ে দাও!"

কিন্তু রাবণ বলল, "বিভীষণ!, তুমি এখান থেকে চলে যাও, তুমি আমার শত্রু। সীতাকে ফিরিয়ে দেব বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? আমি কখনোই তাকে ফিরিয়ে দেব না, আমি তাকে ভোগ করব, আমি ভোগ করব! আমি হলাম রাবণ, অসুরদের মহারাজ!"

রাবণ তারপর কি অর্জন করেছিল? তা আপনারা আমার থেকে ভালই জানেন। সে শ্রীরামচন্দ্রের বিস্ময়কর বাণের মুখোমুখি হয়, এবং বধ হয়।

তাই, প্রাচীন ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাবণের মতো অভক্তরা কখনও সুখী ছিল না। তারা সবসময় আরও বেশি চাইত। আর এমনকি সমগ্র বিশ্ব লাভের পরও, রাবণ ভগবানের পত্নীকে পেতে চাইত সে এমনকি লক্ষ্মীদেবীকেও নিজের করতে চেয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মী হলেন চঞ্চলা। তিনি কখনোই এক স্থানে থাকেন না। অবশ্য তিনি একজনকে কখনও ছেড়ে যান না, তিনি হলেন নারায়ণ। আপনি যদি লক্ষ্মীদেবীকে রাখতে চান তবে আপনাকে অতি অবশ্যই নারায়ণ বা কৃষ্ণকে সঙ্গে রাখতে হবে। তা হলে লক্ষ্মীদেবী সেখানে অবস্থান করবেন; তার অন্যথ ায় নয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সকলের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আমরা সকলের জন্য মহা ভাগ্য আনয়ন করতে চাই। আমরা চাই সকলেই সুখী হোক। সকলের পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে, আধ্যাত্মিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, আমরা যা কিছুই কামনা করি না কেন তা সকলই হলো লাভহীন এবং সময় ও শক্তির অপচয়।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

(ভাঃ-১/২/৮)

এখানে আমরা দেখছি যে, আপনারা সকলেই মড কনস্‌ (রান্না ঘরে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় একটি যন্ত্র, যা দিয়ে বাসন পরিষ্কার করা, খাবার গরম ও ঠান্ডা রাখা ও অন্যান্য কাজ সহজ হয়) উপভোগ করছেন। আপনাদের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, দূরভাষ যন্ত্র, সুন্দর গৃহ, মোটর গাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদি আছে। আধুনিক বিশ্বের সমস্ত সুবিধাই আমাদের আছে। কিন্তু আমরা দেখি যে, সমগ্র বিশ্বজুড়ে সমস্ত ধরনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, মানুষ আজ সুখী নয়।

আমি পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি সুখী ছিলাম না। আমি আমার দেশের কাউকে সাধারণভাবে সুখী দেখিনি, কারণ হলো বেশি সুযোগ সুবিধা থাকা। আমরা একথা বলছি না যে এই জিনিসগুলি বাতিল করা উচিত। তা হলে কি করা প্রয়োজন? কেবলমাত্র জীবনের সুযোগ সুবিধাগুলি ত্যাগ করলেও আপনি সুখী হতে পারবেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম লাভের দ্বারা সমস্ত সুখ লাভ হওয়া সম্ভব।

কৃষ্ণকে আপনার জীবনে যুক্ত করতে হবে না। তিনি ইতিমধ্যেই আপনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাশ্চাত্যের দেশের মানুষদের কৃষ্ণকে যুক্ত করতে হয়। আজকাল একটি বিষয় হলো এই যে কৃষ্ণকে পাশে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। তাই শ্রীমৎ গিরিরাজ মহারাজ বললেন, "*কৃষ্ণ কেন্দ্র মে হোনা চাহিয়ে*।" অর্থাৎ কৃষ্ণকে আমাদের কেন্দবিন্দুতে রাখতে হবে। তাই আমরা সকলকে উৎসাহিত করতে চাই, তাদের কৃষ্ণকে পাশে সরিয়ে রাখা উচিত নয়, বরং তাঁকে তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা উচিত, ঠিক যেমনটি যুধিষ্ঠির মহারাজ রেখেছিলেন। যেহেতু কৃষ্ণকে তাঁর কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন, তাই তিনি সর্বদাই যথার্থ ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন যতটা সম্ভব শ্রীকৃষ্ণকে অবহেলা করেছিল, তাই সে সবকিছু হারিয়েছিল। তাই আমরা চাই সুখী হওয়ার রহস্য উন্মোচন হোক। সেই রহস্যটি কি?

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥

যেমনটি এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, "যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত অভাব মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হন। তিনি কোন কিছুর জন্য শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই স্তরে তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।"

হরেকৃষ্ণ!

বৃন্দাবনে ভজন

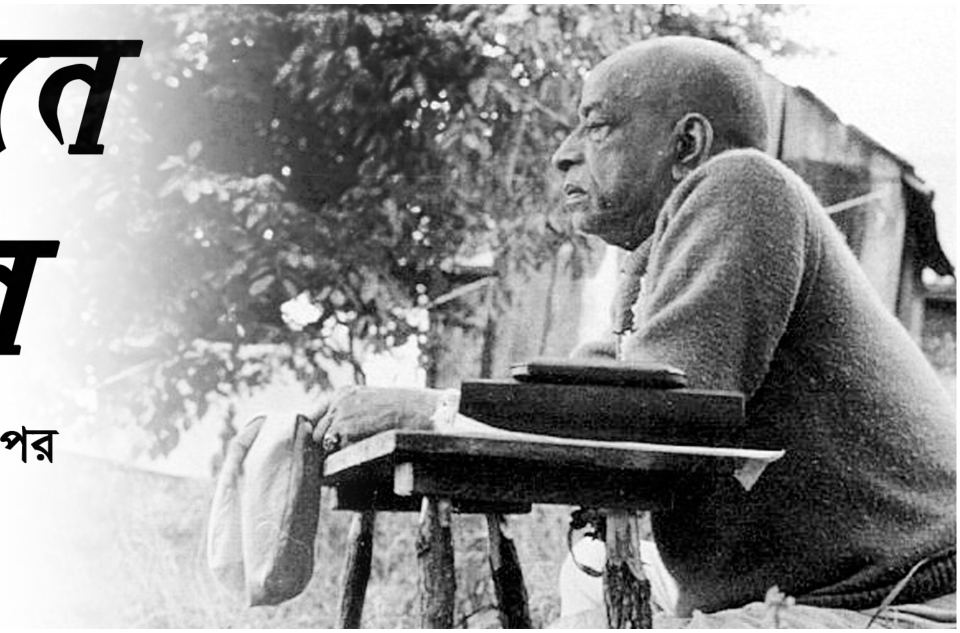

পূর্ববর্তী শ্লোকের পর

শ্লোক-২৪

এই কার্য দেখিতেহি বৃন্দাবন মাঝ।
অতএব বুঝি হেথা আছে কিছু কাজ ॥
প্রাকৃত-সহজিয়া সব ব্যভিচার করে।
পরস্ত্রী ল'য়ে লীলা আস্বাদন করে ॥
এ নহে বৃন্দাবন-ধাম ভাব সদা মন।
গোস্বামির পাদপদ্ম করহ স্মরণ ॥
ছয় গোঁসাই আসি' যথা ধর্ম প্রচারিল।
মহাপ্রভু-আজ্ঞায় সব ভক্তি বিস্তারিল ॥

অনুবাদ

আমি শ্রীবৃন্দাবন ধামের মাঝে এসব অপকর্ম দেখতে পাচ্ছি এবং তাই বুঝতে পারছি যে, এসব ভণ্ডামি দূর করার জন্য কিছু করার দরকার।

প্রাকৃত সহজিয়ারা পরস্ত্রী নিয়ে অবৈধ যৌনাচার করে, আর ভাবে যে, লীলা আস্বাদন করছে। এটা কখনো 'বৃন্দাবন ধাম' বাসীদের ভাব নয়। আর এসব জড় জাগতিক ক্রিয়াকলাপ কখনো কৃষ্ণলীলায় থাকতে পারে না।

হে আমার মন, এটা সব সময় মনে রাখ আর সবসময় শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামীর চরণ স্মরণ করো। ষড় গোস্বামীরা কিভাবে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে এলেন এবং সর্বত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেছিলেন তা স্মরণ করো।

তাৎপর্য:- কৃষ্ণলীলার দিব্যধামে এসে শ্রীল প্রভুপাদ ষড়গোস্বামীদের সময়কালীন বৃন্দাবন আর বর্তমান বৃন্দাবনের তুলনা করেছেন। তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করতে এসেছিলেন। যাতে তীর্থযাত্রীরা কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করে কৃপা পেতে পারেন। এজন্য মহাপ্রভু নিজে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন আবিষ্কার করেছিলেন। আর রূপ ও সনাতন গোস্বামী অন্যান্য লীলাস্থানগুলো আবিষ্কার করেন। গোস্বামীরা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি রচনা ও প্রকাশ করেন এবং শ্রীশ্রী রাধা মদনমোহন, শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রী রাধা গোপীনাথ, শ্রীশ্রী রাধারমণ, শ্রীশ্রী রাধা দামোদর প্রভৃতি সেবা প্রদান করেন।

ষড়গোস্বামীদের প্রচারের প্রভাবে ভক্তির প্রবার সর্বত্রই প্রচারিত হচ্ছি। তাঁরা ছিলেন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তবুও তাঁরা প্রচারের জন্য কত আগ্রহী ছিল। তাঁরা পূর্ববঙ্গে প্রচারের জন্য ভক্ত পাঠাতেন। বৃন্দাবন থেকে তাঁদের লিখন কার্যও একটা মহৎ প্রচার সেবা। তাঁরা ছিলেন মহাত্মা, তাঁরা মাঝে মাঝে কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন হয়ে "জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন" বলে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করতেন। যদিও তাঁরা বিশাল পণ্ডিত ও বয়স্ক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তবুও তাঁদের চোখ দিয়ে অনবরত প্রেমাশ্রু নির্গত হতো। তাঁরা অচেতন হয়ে পড়তেন । তাঁরা বিভিন্ন রকমের কঠোর তপস্যা করতেন। তাঁরা খুব সরল জীবন-যাপন করতেন। এমনকি, এত উন্নত স্তরের ভক্ত হবার পরেও তাঁরা বৃন্দাবনে অনেক ভক্ত তৈরি করেছিলেন। কৃষ্ণের মহিমা প্রচারের

জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ষড়গোস্বামীরা প্রদর্শিত পন্থা অনুস্মরণযোগ্য। তাঁদের জয়গান করার মাধ্যমে সমস্ত জাগতিক কামনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

অন্যদিকে আধুনিক প্রাকৃত সহজিয়াদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত- জড় জাগতিক আনং সহজিয়া মানে সস্তা। তারা কোনো যোগ্যতা ছাড়াই ষড়গোস্বামীদের ন্যায় ভজনের ভান করে। তারা ষড়গোস্বামীদের ন্যায় হাঁটু পর্যন্ত বহির্বাস ধারণ করে। বড় বড় তিলক মালা পরিধান করে, কখনো কখনো অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব দেখায়। কখনো বা নিজেকে কোন গোপী বা গোপসখার নামে প্রচার করে। তারা নিজেদের খুব উন্নত ভাবে এবং প্রচারকদের নিন্দা-মন্দ করতে থাকে। তাদের কাছে, ভক্তিমূলক সেবা বলতে শুধু বৃন্দাবন থেকে গোস্বামীদের অনুকরণ করা। এদেরকে মহাপ্রভু কখনো স্বীকৃতি দেননি।

বিণীতভাবে একজন মুক্ত আত্মার নিন্দেশাবলী অনুসরণ করার মাধ্যমে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করতে হয়। একজনের খাদ্য, অন্যের নিকট বিষ হতে পারে। এ সম্পর্কে বাংলায় একটি সুন্দর গল্প আছে। একবার এক পশু চিকিৎসকের কাছে একটি অসুস্থ ঘোড়াকে নিয়ে যাওয়া হলো। তার গলাটি ফুলে গিয়েছিল। ডাক্তারটি ঘোড়াকে পরীক্ষা করলেন এবং একটি হাতুড়ি দিয়ে আক্রান্তস্থানে জোরে আঘাত করলেন। ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেল। এই কাণ্ড দেখে, ডাক্তারের নতুন সহকারী ভাবল, “বাঃ আমিতো ঘোড়ার চিকিৎসক হয়ে গেলাম। হাতুড়ি দিয়ে ঘোড়ার চিকিৎসা” সে তখন নিজেকে ঘোড়ার চিকিৎসক বলে প্রচার করতে শুরু করল। অন্য আরেকদিন, সেরকম আরেকটি অসুস্থ ঘোড়া এলো। সে ঠিক ডাক্তারের মতো ঘোড়াটির ফুলে যাওয়া স্থানে আঘাত করলো, আর সাথে সাথে ঘোড়াটি মারা গেল। ঘোড়াটির মালিক ক্ষেপে গিয়ে সেই হাতুড়ি নিয়ে তাকে মারতে তেড়ে এল। সে তখন দৌড়ে আগের ডাক্তারের কাছে গিয়ে সব খুলে বলল। তখন ডাক্তার বললেন, “আরে মূর্খ কোথাকার। এই ঘোড়াটি একটি ছোট তরমুজ গিলে ফেলেছিল। তাই আঘাত করার ফলে তরমুজটি ফেটে যায় এবং ঘোড়াটিও সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক ঘোড়াতো আর এভাবে তরমুজ খায় না। এই ফোলা অংশের ভেতরে ক্যান্সার বা অন্য কোনো সংক্রমণ থাকতে পারে।”

এই হাতুড়ি ডাক্তারের মতো, সহজিয়ারা ষড়গোস্বামীদের নিন্দেশাবলীর তাৎপর্য না বুঝে বাহ্যঅনুকরণ করে। বৃন্দাবন যখন সাধারণ একটি গ্রামের মতো ছিল, ষড়গোস্বামীরা সেখানে গিয়ে লীলাস্থলীগুলো আবিষ্কার করে, সুরম্য মন্দির নির্মাণ, অর্চা বিগ্রহ স্থাপন এবং ভগবানের তত্ত্ব ও দিব্যলীলা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছিলেন। এই দায়িত্বটা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের ওপর অর্পণ করেছিলেন।

পরবর্তীতে, শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ মহাত্মারা বৃন্দাবনে গিয়ে জীবগোস্বামীর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। গোস্বামীরা তাঁদেরকে বৃন্দাবনে রাখেন নি। বরং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি মহান গ্রন্থ প্রচার করতে বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা এসমস্ত অমৃতময় গ্রন্থাবলী রচনা করে অপেক্ষা করছিলেন, কবে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারকারী ভক্তেরা এই গ্রন্থগুলো প্রচার করবেন?

প্রাকৃত সহজিয়ারা ষড়গোস্বামিদের শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না তারা নিজেদের রসিক বৈষ্ণব বলে দাবি করে, কিন্তু কোথায় শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম আর কোথায় চর্মমাংসময় জড় কাম? তাই, তাদের কোনো শিষ্য নিয়ে লীলা সঙ্গী বানিয়ে দেয় এবং তার সাথে অবাধে যৌনাচার করে। তবুও নিজেদের মধ্যে গোপীভাব ছাড়ে না। এগুলো সমাজব্যবস্থার উৎপাত ছাড়া কিছুই নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময় এমন অবস্থাই চলছিল। তাই, তিনি পুনরায় গোস্বামীবর্গ উপদিষ্ট শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদও বৃন্দাবন ধামে এসব অপকর্ম দেখেছিলেন। ষড়গোস্বামীদের অনুকম্পিত শুদ্ধ ভক্তেরা কখনো এসব সহ্য করতে পারে না। তাই, তাঁরা এর বিপক্ষে জোরালো প্রতিবাদ করে। ইস্কন প্রতিষ্ঠার পরপরই তিনি বৃন্দাবনে কৃষ্ণবলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং কৃষ্ণবলরাম, গৌর-নিতাই ও রাধা-শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা স্থাপন করেন। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও গৌর-নিতাইয়ের অর্চনার মাধ্যমে শুদ্ধ প্রেম লাভ করা যায়। তাই আমরা পতিত জীবদের অকাতরে সেবা লাভের সুযোগ দিচ্ছি।

তাই ইস্কনের শ্রীমায়াপুর ধাম ও শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রজেক্টগুলো ষড়গোস্বামীদের শিক্ষারই প্রতিফলন। বিভিন্ন ধামগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা আধ্যাত্মিক অধঃপতন, কুসিদ্ধান্তগুলো যেন তীর্থযাত্রীদের উপর না পড়ে সেজন্যই এ আয়োজন । শুদ্ধ ভক্তিধর্ম প্রচারকারী মুক্তাত্মারা এসব অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন করার জন্যই অবতীর্ণ হন । তাঁরা সাধারণ জনগণের জন্য একটি সঠিক দিক নিন্দেশ করেন । তখন সমস্ত অপসিদ্ধান্তের কালো মেঘ দূরে চলে চায়। **(ক্রমশ...)**

"ভক্ত জে" রূপে গুরুমহারাজ

– ভক্ত সুরক্ষা –

২রা অক্টোবর, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ- হংকং, চীন

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর এক প্রবচনে একবার নির্দিষ্ট করেছিলেন যে, আমরা যখন গুরু ও কৃষ্ণের সেবায় বিশ্বাসী হই, তখন শ্রীকৃষ্ণও আমাদের প্রতি তাঁর কর্তব্য নির্বাহ করতে গুরুতর হয়ে ওঠেন, এবং তিনি আমাদের প্রতি যত্নশীল হন। ভক্তরা হচ্ছেন ব্যক্তি। আমরাও বিশ্বাস করি যে শ্রীকৃষ্ণও ব্যক্তি। আর শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "ব্যক্তি রূপে আমাদেরও ভক্তদের সাথে ব্যক্তিগত হতে হবে।"

আমি ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সান্-ফ্রান্সিসকো মন্দিরে এসেছিলাম। আমাকে মন্দিরের পশ্চাতে যেতে পরিচালিত করা হয়েছিল এবং সেখানে আমার জন্য কিছু সেবা ছিল। সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম, কিছু ভক্ত রথযাত্রার জন্য একটি রথ নির্মাণ করছেন। একজন ভক্তে আমার দিকে এলেন খুবই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বললেন, "আমার নাম জয়ানন্দ। আপনার নাম কি?" তখন আমার নাম ছিল জয়। তাই আমি বললাম, "আমার নাম জয়।"

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি জানেন কিভাবে পেরেক ধরতে হয়?"

আমি ভেবেছিলাম সেটি একটি কৌতুক প্রশ্ন কিন্তু আমি বললাম, "হ্যাঁ আমি জানি কিভাবে পেরেক ধরতে হয়।"

"তা হলে আমাকে দেখান তো," তিনি আমাকে একটি পেরেক ধরতে দিলেন।

আমি পেরেকটি ধরলাম, তখন তিনি একটু হাতুড়ি দিয়ে সেটির ওপর ঠাস্ ঠাস্ করে আঘাত করতে লাগলেন। আমি দ্রুত আমার হাতটি পেরেকের কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম, যেটি হলো পেরেক গাঁথার প্রকৃত কৌশল। কোন কাঠের ওপর পেরেক গাঁথতে হলে প্রথমে আস্তে আস্তে সেটিকে কিছুটা ঠুকে নিয়ে তারপর যখন পেরেকটি কাঠের মধ্যে কিছুটা গিথে যাবে তখন হাতটি সরিয়ে নিতে হবে। আপনি যদি বেশি সময় পেরেকটি ধরে থাকেন, তা হলে আপনার হাতের আঙ্গুল থেঁতো হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে!

জয়ানন্দ প্রভু বললেন, "ওঃ! খুব সুন্দর, অতি সুন্দর!"

আমি কেবল একটি পেরেক ধরে ছিলাম এটি কোন বড় বিষয় ছিল না।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি হাতুড়ি ঠুকতেও জানেন?"

"আমি সামান্য কিছুটা জানি। আমার কাকা এটি ব্যবহার করতেন।"

"আমাকে দেখান। শুধু একটুখানি কাঠে গিথে দেখান।"

তারপর যতবারই আমি পেরেক গিথেছিলাম, তিনি বলতে লাগলেন, "ধন্যবাদ। খুব সুন্দর!"

তিনি আমাকে রথযাত্রার ছবি দেখিয়ে বললেন, আমরা এই রথটি নির্মাণ করতে চলেছি।"

তিনি আমাকে পুরীর রথযাত্রার একটি ছবি দেখিয়েছিলেন। সেটি দেখে মনে হচ্ছিল যে সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়।

তিনি বললেন, "আমরাও এখানে এই একই উৎসব পালন করতে চলেছি।"

তারপর আমি বললাম, "বাঃ সেটি তো এক প্রকাণ্ড রথ! এমন প্রকাণ্ড রথ নির্মান করতে আপনারা কত বছর সময় নেবেন?

"আরে না না, এটি নির্মাণ করতে কেবল এক সপ্তাহ সময় লাগবে!"

"এত বিশাল জিনিসটি নির্মাণ করতে শুধু এক সপ্তাহ লাগবে?"

"এক সপ্তাহের মধ্যেই রথযাত্রা অনুষ্ঠান হবে, তার মধ্যেই আমরা এটি প্রস্তুত করে ফেলব। আপনি কি আমাদের সহযোগিতা করতে পারেন? আপনি একজন দক্ষ হাতুড়ি ও পেরেক ধারক। বহু মানুষ মুক্তিলাভ করতে চলেছে তারা সকলেই

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে চলেছে। এটি এক বৃহৎ কৃপা!"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আমি সাহায্য করব।"

"আপনাকে ধন্যবাদ।"

"স্বাগতম!"

তারপর আমি প্রতিদিন আসি এবং রথ-নির্মাণ করতে কাজ শুরু করি। কোন কোন সময়ে আমরা মন্দিরে কীর্তন করতে যেতাম। তখনকার সময়ে তমাল কৃষ্ণ (তখন তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না) এবং বিষ্ণুজন প্রভু কীর্তনে নেতৃত্ব দিতেন; আমি তাঁদের দেখে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

একদিন শ্রীল প্রভুপাদের একজন ব্যক্তিগত সেবক আমাকে কিছু সেবা দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে একগোছা জপমালা দিয়ে বললেন, "আপনার উচিত কোথাও গিয়ে ভাল করে কয়েক মালা জপ করা। উদ্যানে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে ভাল করে কয়েক মালা জপ করুন।"

আমি তখন যোগাসন করতাম। সুতরাং আমি উদ্যানে গেলাম এবং পদ্মাসনে বসে ৩২ মালা জপ সম্পূর্ণ করলাম। অর্থাৎ আমি প্রথম দিনেই ৩২ মালা জপ করলাম, আমি একজন যোগাসনের ছাত্র ছিলাম। তাই এটি আমার কাছে তেমন কোন বড় ব্যাপার ছিল না। এতে আমার ছয় ঘন্টা সময় লেগেছিল। জপ সম্পূর্ণ করার শেষে আমি আধ্যাত্মিকভাবে এতই সক্রিয় অনুভব করছিলাম যে, আমি অনুভব করলাম এটিই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্যান। আমি আত্ম-অনুধাবনের জন্য যোগাসন করছিলাম, শরীর সুস্থ রাখার জন্য নয়। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি একজন আধ্যাত্মিক গুরুদেবের খোঁজে ভারতবর্ষে যাব, কারণ পাশ্চাত্যদেশে আধ্যাত্মিক গুরুরা কেবল প্রাথমিক কিছু জিনিস শিক্ষা দেন।

আমি যখন মন্দিরে ফিরে এলাম, প্রভুপাদের সেবক আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার জপ কেমন হলো?"

আমি বললাম খুব সুন্দর! খুব ভাল!"

ভক্তটি বললেন, "কিন্তু আমি একটি ভুল করেছি!"

"সেটি কি?"

"আমি ভুল করে আপনাকে শ্রীল প্রভুপাদের জপ মালাটি দিয়েছিলাম, এই জপ মালাটি আমার কাউকে দেওয়ার অনুমতি নেই!"

তাই তিনি আমার কাছ থেকে জপ মালাটি ফিরিয়ে নিলেন। পরের দিন আর তেমন ভুল হলো না। প্রতিটি পদক্ষেপে কিছু ভক্তরা প্রতিদিন আমাকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করছিলেন, আমি সেখানে যেতাম এবং আমরা রথ নির্মাণ করতাম। তখন আমি ব্রহ্মচারী হয়ে মন্দিরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি কিছু সময়ের জন্য ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার চেষ্টা করার চিন্তা করলাম। তখন গৃহ থেকে আমার কিছু জিনিস পত্র নিয়ে মন্দিরে ফিরে আসার জন্য উমাপতি (যিনি এখন উমাপতি মহারাজ হয়েছেন) আমাকে মোটর গাড়িতে করে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অতএব আমি এই ব্যক্তিবর্গের সাথে সংযুক্ত ছিলাম। অবশ্য পরবর্তীতে আমি শ্রীমৎ তমালকৃষ্ণ মহারাজের সাথে ছিলাম, আমরা ভারতবর্ষেও একই সাথে থাকতাম। তাতেই তাঁর সাথে আমার আরও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছিল।

পরেরদিন সকালে রথযাত্রার দিনে জয়ানন্দ প্রভু আমার মস্তক মুণ্ডন করে দিলেন সুতরাং আমি ব্রহ্মচারী পোষাক পরিহিত হলাম, সম্পূর্ণ মুণ্ডিত মস্তক। রথযাত্রার দিনে সকলেই প্রশ্ন করতে লাগলেন, "এই ব্যক্তিটি কে?"

কেউ কেউ উত্তর দিলেন, "ওঃ! তিনি হলেন ভক্ত জয়। তিনি কেবল এক সপ্তাহ আগেই এসেছেন।"

এইভাবে আমি প্রচুর কৃপা লাভ করলাম। আমি সর্বদাই ভগবান শ্রীজগন্নাথদেবের কাছে তাঁর সেবা লাভের জন্য কৃতজ্ঞ; আমি কৃতজ্ঞ যে আমি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতে পেরেছি। আমি আপনাদের এটি বোঝানোর জন্য আমার এই স্মৃতি মন্থন করছি যে, কিভাবে ভক্তরা আমাকে ভক্ত হওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছেন; আমাকে জপ মালা দিয়েছেন, আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে জপ করতে হয়, আমাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কিছু সেবা করার সুযোগ প্রদান করেছেন। ভক্তদের থেকে আমাদের অনেক সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন এটি ছিল এক বড় পরিবারের মতো। অবশ্যই আমরা সকলে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করছি। তাই আমরা সকলেই ভ্রাতা ও ভগিনী। যদিও এখন আমাদের অনেক গুরু আছেন, কিন্তু এখনও শ্রীল প্রভুপাদ হলেন সকলের পিতা বা পিতামহ। এখন ভক্তদের কাকা, কাকীমা, ভ্রাতা, ভগিনী ও কাকাতো ভাই রয়েছেন। এখনও আমরা এক বৃহৎ পরিবার। হরেকৃষ্ণ!

প্রতি নগরাদি গ্রামে

বার্লিন, রোকলো

২৭শে জুন, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ, শুক্রবার

প্রীতিভাজনেষু, তোমরা আমার আশির্বাদ গ্রহণ করো। শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক!

বার্লিন

আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে, ইসকন গুরু ও জি.বি.সি সদস্য এবং আমার গুরুভ্রাতা 'রোহিনী সূত প্রভু' বার্লিন মন্দিরে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর কিছুটা সঙ্গ লাভ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজ সকাল ৬টায় আমি প্রবচন দিয়েছিলাম।

মন্দিরের কক্ষটি ছিল ছোট। এটি ৬মিটার দৈর্ঘ ৪মিটার প্রস্থ এবং একপাশে বিগ্রহ কক্ষটি পর্দা দ্বারা আবৃত ছিল। এর সাথে একটি উন্মুক্ত বারান্দা ছিল। বারান্দাটির চারদিকে কাঁচের জানালা ছিল।

আমি উন্মুক্ত বারান্দাটিতে বসে ইংরেজিতে প্রবচন দিচ্ছিলাম এবং যারা ইংরেজি জানতেন তারা আমার পাশে বসেছিলেন। একজন ভক্ত দুয়ারে বসে মন্দির কক্ষের দিকে মুখ রেখে ভিতরে বসে থাকা জার্মান ভক্তদের জন্য অনুবাদ করে চলেছিলেন। দুটি কক্ষই প্রায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠের সময় সকলে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন।

আমি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে কীর্তন শেষে এক ঘন্টারও অধিক সময় ধরে প্রবচন দিয়েছিলাম। সেখানে অনেক বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল এবং সাথে সাথে অনুবাদও চলছিল। সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলেছিল। তারপর আমরা সমবেতভাবে দর্শন আরতি ও গুরুপূজায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি কীর্তন পরিবেশন করেছিলাম এবং রোহিনী সূত প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গুরুপূজা করেছিলেন। ভক্তদের আগ্রহে কীর্তন প্রায় পৌনে ৯টা পর্যন্ত চলেছিল।

আমি জানতাম আমার পোল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উচিত, কিন্তু রোহিনী সূত প্রভুর সাথে প্রসাদ পেয়ে তাঁর চিন্ময় সঙ্গ লাভ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি। আমরা ইসকনের কল্যাণের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি আমার কিছু নতুন উপলব্ধির বিষয় তাঁর সাথে আলোচনা করেছিলাম। সেই বিষয়গুলি হলো: ভক্তদের তত্ত্বাবধান, শিক্ষাগুরু প্রভৃতি বিষয়ে আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার গুরুত্ব।

সত্যিকার অর্থেই তখন আরও বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছিল এবং বের হওয়ার জন্য তখনই উপযুক্ত সময় ছিল। কিন্তু তার পূর্বে প্রথমে আমাকে ই-মেল লগ্ অন করতে হয়েছিল এবং সেগুলো সমাধান করে বেলা ১১টার দিকে চলে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমাদের বিদায়ের সময় ভক্তরা কীর্তন করছিলেন। তাই আমি তাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে প্রত্যেকের হাতে নৃসিংহ তৈল মাখিয়ে দিয়েছিলাম।

শ্রীমৎ হরিকেশ স্বামী মহারাজের একজন গৃহস্থ দম্পতি আমার সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য নিজস্ব গাড়িতে আমাদের সাথে গিয়েছিলেন। গৃহস্থ মাতাজীর নাম ছিল মহালক্ষ্মী প্রিয়া দেবী দাসী। তিনি ছিলেন পোল্যান্ডের ভক্ত। তার স্বামী ছিলেন জার্মানির। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তাদের সাথে একত্রে যাব, যেহেতু সেখানে যথেষ্ট থাকার স্থান ছিল। কিন্তু সব মাতাজী একটি গাড়িতে ওঠেন। সীমান্তে (বর্ডারে) পৌঁছাতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় লেগেছিল এবং আমি এই সময়ের মধ্যে অনেক মালা জপ করলাম।

পোল্যান্ডের সীমান্তে অনেক দীর্ঘ লাইন ছিল। তারা আমার তিনটি পাসপোর্ট সংযুক্ত বৃহৎ পাসপোর্টটি দেখে স্তম্ভিত হলেন। এমনকি তারা সেখান থেকে গিয়ে কম্পিউটারে যাচাই করেছিলেন। তারপর আমাকে যেতে দেওয়া হলো, আমি জার্মানি ত্যাগ করার অনুমতি পেলাম। পোল্যান্ডেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। তারাও তাদের কম্পিউটারে যাচাই করেছিলেন। সর্বোপরি এটি খুব বেশি সময় নেয়নি।

দুর্ভাগ্যক্রমে নাতালী মাতাজি তাড়াহুড়া করে মন্দির ত্যাগ করার সময় তার পাসপোর্ট এবং ইসিসি পরিচয়পত্র ফেলে চলে যান। তার কাছে কেবল ভিডিও ক্লাব কার্ড ছিল। জার্মানি বা পোলিশ কোন সরকারই তাকে ভিডিও কার্ডের মাধ্যমে দেশ ত্যাগ বা প্রবেশের অনুমতি দেবে না। তার মা খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। কেননা তিনি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে ভক্তসঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। তার মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এই ভেবে যে, হয় নিজের প্রয়োজনে তাকে রেখে চলে যেতে হবে অথবা তাকে বার্লিনে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আশার কোনো লেশমাত্রও ছিল না। এই সময়ের মধ্যে আমরা কিছু স্যান্ডউইচ খেয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে মা ও কন্যা জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিটমাট করার প্রয়াস করছিল। তারা জানিয়েছিলেন তারা কিছু পরিচয়পত্র দেখাতে পারেন। কিন্তু পোলিশ কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, তারা সেটি গ্রহণ করতে পারবেন না। তারা ছবিসহ পরিচয়পত্র চেয়েছিলেন। সেই কারণেই আমি গ্যাবি মাতাজিকে বলেছিলাম পরিচয়পত্রের সাথে ছবি লাগিয়ে নিতে এবং জার্মান অফিসার যেন ছবির নিচে রবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করেন। এটি পোলিশ অভিবাসন (ভিসা) কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার মতো ছিল। ভারতবর্ষে কৌশল অবলম্বন করার জন্য রবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়। কৃষ্ণের কৃপায় তিনি এভাবে পার পেলেন। ছোট্ট একটি সমস্যার কারণে আমাদের এক ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশেষে আমরা ছাড় পেলাম। পোলিস সীমান্ত থেকে রকলোর দূরত্ব খুব বেশি নয়, মাত্র ১৫০ কিমি। কিন্তু সেখানকার রাস্তা জার্মানির মতো অতটা ভালো নয়। তখন আমরা দুই ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

রকলোর প্রান্তদেশে একটি পূর্ব মনোনীত গ্যাস স্টেশনে দুজন ভক্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি গাড়ি পরিবর্তন করে তাদের সাথে গিয়েছিলাম। যেখানে আরও দুজন মানুষ ছিল যারা তাদেরকে শহরের কাছাকাছি এমন একটি জায়গায় নিয়ে যেতে প্রার্থনা করেন যেন তারা বাসে উঠতে পারে। তারা দৃঢ়ভাবে বলছিলেন যেহেতু আমরা হরেকৃষ্ণ দল, তাই আমাদের উচিত সকলকে সাহায্য করা। তাই তারা বলছিলেন, "হরেকৃষ্ণ, কৃপা করে আমাদের সাহায্য করুন।"

প্রত্যুত্তরে ভক্তরা কেবল না বলতে লাগলেন। তারা ভিখারী ছিল না, তবে সম্ভবত মদ্যপান করেছিলেন। তারা পূর্ণ মাতাল ছিল না এবং তাদের আচরণে বন্ধুত্বসুলভ ও জাঁকজমক স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। সে কারণেই আমি তাদের বললাম যে, তারা যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন, তা হলে আমরা তাদের নিকটবর্তী বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যাব। তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলেন এবং আমরা তাদের তুলে নিয়ে নিকটবর্তী বাস স্টেশনে রেখে আসলাম। তারা আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল না, তাই আমি সময় দিতে পারছিলাম না। আমি গাড়িতে বসে ই-মেলের সব কাজ সম্পূর্ণ করছিলাম। আমি জানতাম রকলো পৌঁছানোর পর ই-মেল দেখার মতো যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে না। তাই গাড়িতে বসেই আমি টাইপ করছিলাম।

রকলো

আমরা রকলো মন্দিরে পৌঁছে দেখি, সেখানে শত শত ভক্ত জপ করছেন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ভক্তরা যখন গাড়ির দরজা খুলে দিচ্ছিলেন তখনও আমি কম্পিউটারটিকে কোলের ওপর রেখে ই-মেলের বাকি কয়েকটি লাইন সম্পূর্ণ

করছিলাম। আমি কম্পিউটারটি বন্ধ করলাম। কোন একজন কিছু ছবি তুললেন। কোণে থেমে থাকা গাড়ির ভিতরে বসে অবিরতভাবে কম্পিউটারের কীবোর্ডে কাজ করতে থাকার দৃশ্য খুবই অদ্ভুত। আমার হাতে যতটুকু সময় ছিল, আমাকে তার পুরোটার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

মন্দির ভবনটি ছিল বিশাল। পূর্বে এই ভবনটি একটি সরকারী বেকারি অথবা হাসপাতাল অথবা অন্য কিছু ছিল, যেটি ভক্তরা সমাজতন্ত্রের পতনের পর পোলিশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু ভক্তরা ভবনটি থেকে 'ফুড ফর লাইফ' এর জন্য প্রসাদ বিতরণ করতেন, তাই তাদের ভবনটির জন্য অল্প কিছু ভাড়া দিতে হতো। কিন্তু আমরা এখন শুনছি যে সরকার পরিবর্তনের ফলে এবং চার্চের পক্ষ থেকে চাপ আসার কারণে সরকার ভবনটি ফেরত নিতে চাইছে। অভ্যর্থনা কক্ষটিও যথেষ্ট প্রশস্ত। এটি ২৫/৬৫ ফুট। ভক্তরা চরণ ধৌত এবং গুরুপূজা করার মাধ্যমে আমার অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন।

আমি মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই এবং শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীবিগ্রহ) দর্শন করেছিলাম। এখানে শ্রীবিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, তাই যেকোন হরিনাম দীক্ষিত ভক্ত পূজা করতে পারেন। বেদিসহ এখানকার সবকিছুই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, তাই বাহ্যিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মন্দিরটিকে অত্যন্ত উচ্চ মানের বলে মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পঞ্চরাত্রিক আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

আমাকে আমার থাকার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। এর এক পাশে ছিল জানালা এবং ওপর পাশে ছিল শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ সমন্বিত গ্রন্থাগার। সকলের ব্যবহার করা সাধারণ স্নানাগারটি আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হলো। আমার কক্ষটি ছিল দর্শন কক্ষ, আমি রাতে মেঝেতে শয়ন করতাম।

প্রসাদ পাওয়ার পর আমি নামহট্ট প্রচারের ওপর বৈকালিক সেমিনারে প্রবচন দিই। আগ্রহী নতুন ভক্তদের খোঁজের উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখানে প্রচুর প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং রাত ১০টার সময়ও ভক্তদের থামানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কৌন্তেয় দাস স্থানীয় ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেলে লগ্ অন করতে ব্যর্থ হন। পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেখানে ভয়ানক বড় বড় মশা ছিল। মায়াপুরের মশা তুলনামূলকভাবে ছোট এবং সেগুলি মিষ্টি করে কামড় দেয়। কিন্তু পোল্যান্ডের এই মশাগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বেমারু বিমানের মতো। কেউ একটি কামড় খেলে সেখানে ফুলে চাকা হয়ে চাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি এর ভয়ানকতা বুঝে ওঠার আগেই কয়েকটি কামড় খেয়েছিলাম। তারপর আমি আমার শরীরের অনাবৃত অংশে নিম তৈল মেখে নিই, যার ফলে অধিকাংশ মশা থেকে সুরক্ষা পাই। পোল্যান্ডে আমি নিম তৈল ব্যবহার করব, সেটি কখনো ভাবিনি এবং এটি থাকার কারণে আমি সুখী হয়েছিলাম।

আশা করি এটি তোমাদের সবাইকে সুস্বাস্থ্য ও কৃষ্ণভাবনার আনন্দ প্রদান করবে।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী

জয়পতাকা স্বামী

শ্রবণের দ্বারা অনুভব

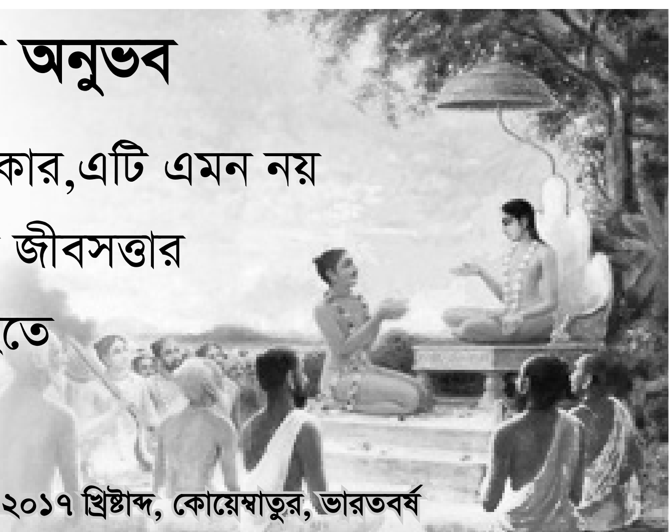

"কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে আমাদের জন্মগত অধিকার,এটি এমন নয় যে, তা উপার্জন করতে হবে; এটি সকল জীবসত্তার মধ্যেই রয়েছে এবং শুদ্ধ ভক্তের নিকট হতে শ্রবণের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই প্রেম অনুভব করা যায়।" **– ৪ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, কোয়েম্বাতুর, ভারতবর্ষ**

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তুঃ,

শ্রীল প্রভুপাদের জয়! শ্রীল গুরুদেবের জয়!!

আনন্দ সংবাদ!

সুধী শ্রীগুরু প্রসঙ্গ পত্রিকার পাঠক ও গ্রাহকবৃন্দ সমীপেষু!

হরেকৃষ্ণ! আনন্দ সংবাদ!

'জে.পি.এস আর্কাইভস্ এন্ড পাব্‌লিকেশন' কার্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সহিত আপনাদের এই ঘোষণা করে আমরা খুশি হচ্ছি যে, আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও আশির্বাদে আমরা **'শ্রীগুরু প্রসঙ্গ'** পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের **১২**টি সংখ্যা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি। এই পারমার্থিক পত্রিকার বন্টন ও মুদ্রণে আপনাদের সাড়া পেয়ে আমরা উৎসাহিত। পুনরায় আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও আশির্বাদ লাভ করে আমরা **'শ্রীগুরু প্রসঙ্গ'** পত্রিকার পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করতে চলেছি। তাই শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজ তথা অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত মূল্যবান সাম্প্রতিক বাণী ও নির্দেশাবলী সমৃদ্ধ এই মাসিক পত্রিকার আরও সমৃদ্ধি ও প্রচারের উদ্দেশ্যকে সফল করতে আপনাদের সহযোগিতা ভিক্ষা করছি।

নৈমিষারণ্যে যখন শ্রীল সুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত কথা পরিবেশন করেছিলেন, তখন তা সমৃদ্ধশালী ও পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে সেখানে উপস্থিত ষাট হাজার মুনি ঋষি শ্রোতাগণের সবচাইতে বড় ভূমিকা ছিল। তাঁদের সমবেতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণের যে সদ্ইচ্ছা হয়েছিল সেই কারণেই আজ আমরা বর্তমানে এই কলিযুগের ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করেও শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ ও পাঠের সুযোগ লাভ করছি। তদরূপ, বিগত চারটি বছর যাবৎ আপনারা এই **শ্রীগুরু প্রসঙ্গ** পত্রিকার প্রচার ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তারই ফলশ্রুতি রূপে আজ এই পত্রিকাটি সমাদৃত হয়েছে এবং আমরা সকলেই উপকৃত হচ্ছি। এখন এই পত্রিকাটি পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করছে। তাই আমরা আশা করব আগামী দিনগুলিতেও একইভাবে আপনাদের সহযোগিতা ও কৃপাশির্বাদ আমাদের প্রতি বজায় রাখবেন, এবং আরও বিপুল সংখ্যক প্রচার ও মুদ্রণের জন্য নতুন নতুন পাঠক-পাঠিকাদের আনুপ্রাণিত করতে এগিয়ে আসবেন।

যেহেতু আমাদের প্রচেষ্টা হলো প্রতি নগর ও গ্রামে শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের যত শিষ্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ আছেন তাদের সকলের হাতে ভগবৎ বাণী সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি পৌঁছে দেওয়া, তাই আপনাদের অকৃপণ ভালবাসা ও সহযোগিতা এবং অনুদান আমাদের কাছে অত্যন্ত কাম্য। গুরুদেবের বাণী ও ভগবানের লীলাকথা প্রচারের এই প্রচেষ্টায় **'জে.পি.এস আর্কাইভস্ ও পাব্‌লিকেশন'** কার্যালয়ের উৎসর্গীকৃত ভক্তগণ সর্বদাই প্রতিশ্রুতবদ্ধ।

বিনীত

জে.পি.এস আর্কাইভস্ এন্ড পাব্‌লিকেশনের সেবক সদস্যবৃন্দ।

এক ঝলকে চতুর্থ বর্ষ

"শ্রীগুরু প্রসঙ্গ"—এর প্রচ্ছদ্‌পট

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

তৃতীয় সংখ্যা

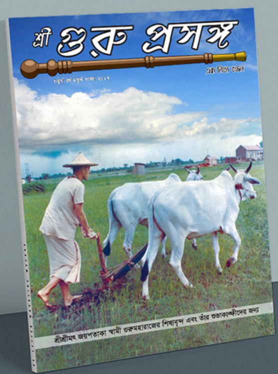

চতুর্থ সংখ্যা

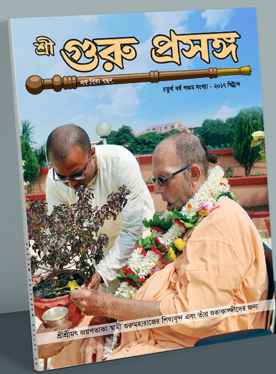

পঞ্চম সংখ্যা

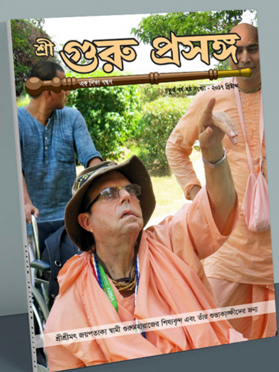

ষষ্ঠ সংখ্যা

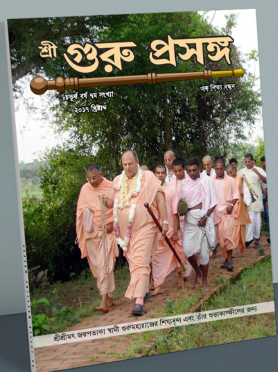

সপ্তম সংখ্যা

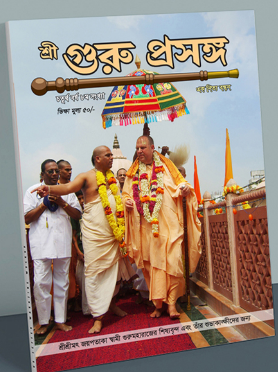

অষ্টম সংখ্যা

নবম সংখ্যা

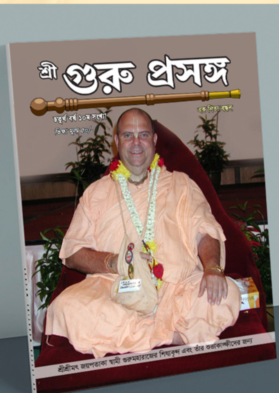

দশম সংখ্যা

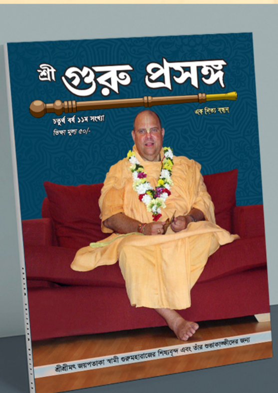

একাদশ সংখ্যা

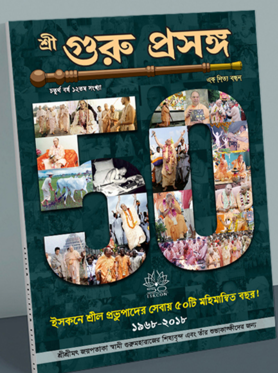

দ্বাদশ সংখ্যা

"শ্রীগুরু প্রসঙ্গ"

সংগ্রহের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

জে পি এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর, পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৩১৩

sriguruprasanga@gmail.com মোবাইল– ৭৪৭৮৮৮৩২০২ / ৭০৪৪২৩০১৭৭

গুরুমহারাজ সকলকে পঞ্চতত্ত্ব মহা অভিষেকের আশির্বাদপুষ্ট অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করলেন

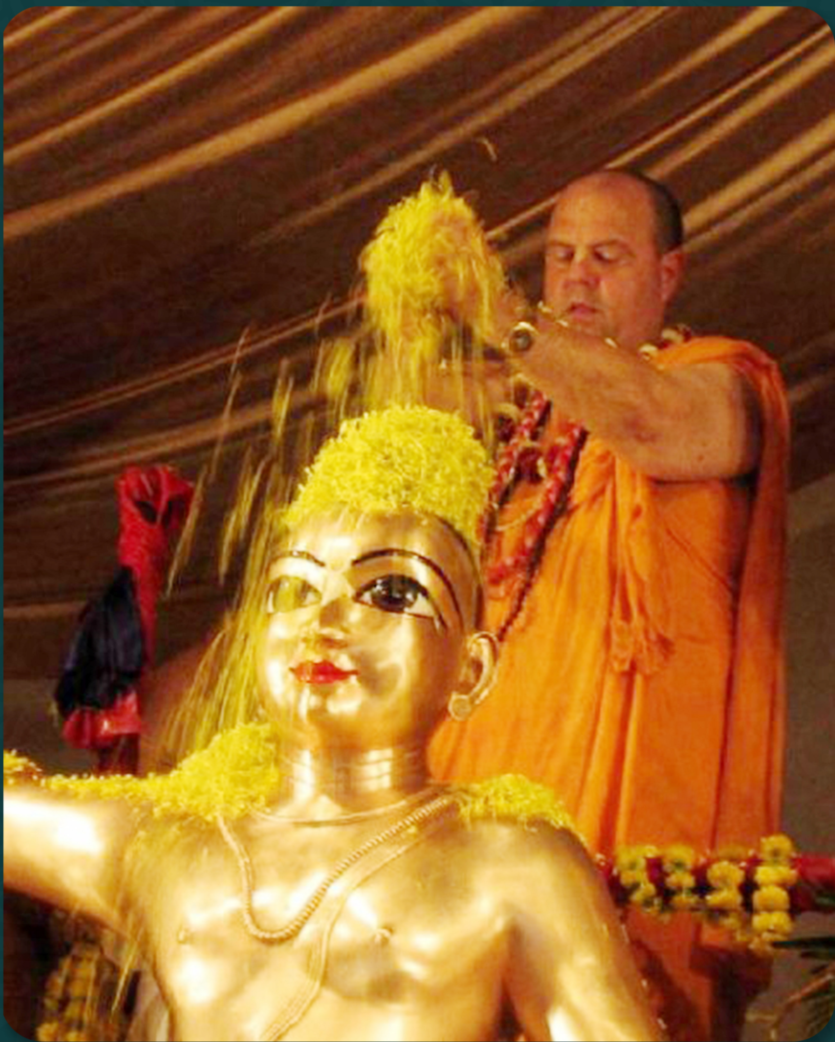

"হরেকৃষ্ণ, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমরা শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব শ্রীবিগ্রহের মহা অভিষেক সম্পাদন করি। আর এই বছরটি হলো পঞ্চম বর্ষ। তাই আমরা আশা করি আপনারা সকলেই আগত গৌর পূর্ণিমা উৎসবে যোগদান করবেন; আপনারা থাকার জন্য ঘর অগ্রিম বুক করুন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চতত্ত্বের যে মহা অভিষেক হয় তা এই বছর উদ্‌যাপিত হবে। আমার মনে আছে প্রথমবারের কথা, যখন আমরা পঞ্চতত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করেছিলাম তখন আমি বেদির উপরে ছিলাম। ভক্তরা সেই প্রথমবার শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ দর্শন করছিলেন পূজারীগণ যখন শ্রীবিগ্রহের আবরণ উন্মোচন করছিলেন, সবাই তখন চরম আবেগের সাথে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কোন কোন ভক্ত ক্রন্দন করছিলেন, আর অন্যরা কীর্তন করছিলেন। এটি এমন কিছু ছিল যা ভুলতে পারা যায় না।
হরিবোল!"

স্থান: শ্রীধাম মায়াপুর

তারিখ: ১লা মার্চ ২০১৯

শ্রীগুরু প্রসঙ্গ

জে পি এস আর্কাইভস

JPS archives

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর, পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৩১৩

sriguruprasanga@gmail.com মোবাইল– ৭৪৭৮৮৮৩২০২ / ৭০৪৪২৩০১৭৭

jps.archives.jps@gmail.com www.jpsarchives.net